CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-147 ■ 26 February, 2026 ■ আগরতলা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রকৃত বন্ধুত্বের বন্ধন ঃ নেতানিয়াহু

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পাশে ভারত ঃ নরেন্দ্র মোদি

জেরুজালেম, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। ইজরায়েলের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পৌঁছাতেই 'মোদি-মোদি' ধ্বনিতে মুখরিত হল পরিবেশ। সরকারি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তিনি। ইজরায়েলি পার্লামেন্ট কেনেসেট-এ প্রধানমন্ত্রী মোদিকে স্বাগত জানিয়ে অধ্যক্ষ আমির ওহানা হিন্দিতে বলেন, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, জেরুজালেম মে আপকা স্বাগত হ্যায়, কেনেসেট মে আপকা স্বাগত হ্যায়। তিনি মোদিকে আমাদের সময়ের অন্যতম সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রনায়ক বলেও অভিহিত করেন।

এর আগে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ইজরায়েলে পৌঁছানোর পর বেন গুরিওন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেতানিয়াহুর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় দুই নেতার মধ্যে।

ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দফতর প্রকাশিত এক ভিডিওতে নেতানিয়াহুকে বলতে শোনা যায়, এটি প্রকৃত বন্ধুত্বের বন্ধন। মহান বন্ধু, আমার মহান বন্ধু। বিমানবন্দরে উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে দুই নেতা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান। বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে মোদি লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে অসাধারণ বৈঠক হল। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। নয় বছর পর আবার ইজরায়েলে এসে আনন্দিত। প্রযুক্তি, জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ট্যালেন্ট পার্টনারশিপসহ নানা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নেতানিয়াহুও সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আমার স্ত্রী সারা এবং আমি আমাদের প্রিয় বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানিয়েছি। ২০১৭ সালে তিনি ইজরায়েল সফর করেছিলেন, পরে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব দুই দেশের গভীর সম্পর্কের প্রতিফলন।

তিনি জানান, কেনেসেটে সংবর্ধনা, জেরুজালেমে উদ্ভাবনমূলক অনুষ্ঠান, যৌথ নৈশভোজ এবং ইয়াদ ভাসেম স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে। পাশাপাশি অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি সই হবে বলে জানান নেতানিয়াহু।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বিমানবন্দরে নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রীর অভ্যর্থনায় তিনি সম্মানিত বোধ করছেন এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ভারত-ইজরায়েল বন্ধুত্ব আরও মজবুত হবে বলে আশাবাদী।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদির শেষ ইজরায়েল সফর ছিল ২০১৭ সালে, যা প্রতিরক্ষা, কৃষি ও জল ব্যবস্থাপনায় দুই দেশের সহযোগিতায় নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল। তখনও নেতানিয়াহু বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এদিকে, সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই ন্যায্যতা দেওয়া যায় না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার বলেছেন, বিশ্বব্যাপী এই অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ইসরায়েলের পাশে রয়েছে। ইসরায়েলের সংসদ কেনেসেট-এ ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন, ৭ অক্টোবরের হামলায় হামাস-এর হাতে নিহতদের জন্য ভারতের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গত বছর রাজ্যে অপরাধের হার ৮.২০ শতাংশ কমেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে ২০২৫ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে সামগ্রিক অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলছেন গাঁজা ধ্বংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে কীভাবে আরও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আজ আগরতলার এডি নগরে ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহের কুচকাওয়াজে বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রতি বছর পুলিশ সপ্তাহ সেবা এবং কৃতিত্বের প্রতীক হিসেবে পালন করা হয় এবং অনেক পুলিশ কর্মী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পরিষেবা একটি ত্যাগের সেবা। আপনাদের কারণে জনসাধারণ এখন নিরাপদ। জনগণ পুলিশের উপর নির্ভরশীল। ত্রিপুরায় একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ত্রিপুরা পুলিশ অত্যন্ত অক্লান্তভাবে কাজ করছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং ত্রিপুরা পুলিশের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাতে চাই।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজির আজ ছিল ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের মোট ৬২টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সবকটি পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল।

আজ উচ্চতর মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস ও মাদ্রাসা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণের প্রতি জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা শীর্ষক কর্মশালা কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তৃণমূল স্তরে আরও সুদৃঢ় ও কার্যকর করে তুলতে ত্রিপুরা বিধানসভার উদ্যোগে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রজ্ঞা ভবনে সকাল ৯টা থেকে আলোচনাচক্র ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। আজ বিধানসভার কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় এবং বিধানসভার সচিব অমিয় কান্তি নাথ।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-"জনপ্রতিনিধিদের সকল স্তরের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও

জবাবদিহিতা"। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা বজায় রাখা এবং জনগণের করের অর্থের যথাযথ ও জনকল্যাণমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি নিয়মিত চর্চা ও মূল্যবোধের বিকাশের মাধ্যমেই শক্তিশালী হয়। এই কর্মশালায় তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে। অংশগ্রহণকারী জনপ্রতিনিধিগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি বিধানসভার কার্যপ্রণালী ও আইনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজিৎ মৃত্যুকান্ডে পাঁচ অভিযুক্ত উচ্চ আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর এলাকার অনলাইন ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজিৎ সরকারের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর বৃহস্পতিবার নিম্ন আদালত থেকে পাঁচ অভিযুক্তকে উচ্চ আদালতে পেশ করা হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। পাশাপাশি মামলাটি উচ্চ আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন বিচারক। চার্জশিট জমা পড়ার পর এদিন পুনরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

মামলার আইনজীবী দেবদাস বক্সি জানান, ঘটনার ৭২ দিন পর তদন্তকারী সংস্থা চার্জশিট দাখিল করে। চার্জশিট গ্রহণের পর শুনানিতে আদালত মামলাটি উচ্চ আদালতে প্রেরণের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বাম নারী সংগঠনের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বামপন্থী নারী সংগঠনের নেত্রী ও কর্মীরা। এদিনের কর্মসূচি ছিল এআইডিডব্লিউএ -র ডাকে।

সংগঠনের দাবি, দেশে ও রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিন দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন নারী নেত্রীরা। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ তাঁদের পথরোধ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে নারী নেত্রীরা রাস্তায় বসে প্রতিবাদ জানিয়ে সাময়িক পথ অবরোধ করেন। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিতসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং একাধিক নারী নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা সামনে আসছে। সম্প্রতি বাইপাস এলাকায় এক মহিলার হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গও তাঁরা উত্থাপন করেন। সংগঠনের দাবি, পুলিশের কাজকর্মে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে এবং অপরাধ দমনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। তবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুরুগ্রামে ত্রিপুরার ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায়

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডা. মানিকের কথা, সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। গুরুগ্রামে ত্রিপুরার এক ছাত্রীর উপর সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি'র সঙ্গে কথা বলেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি সরাসরি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নায়াব সিং সাইনি তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং নির্যাতিতার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা নির্যাতিতা ছাত্রীর মায়ের সঙ্গেও কথা বলেন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি দিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের প্রধান আবাসিক কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি পরিবারের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে রাজ্যের সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় হাসপাতাল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন। পাশাপাশি, ভুক্তভোগীর সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার বিষয়ে সর্বাত্মক নজরদারি রাখা হচ্ছে এবং ভুক্তভোগীর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

চিবের গ্রেপ্তার, রাহুলের প্রাণনাশের হুমকি

যুব কংগ্রেসের গণঅবস্থান, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ভারতীয় যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিব সহ অন্যান্যদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। তাই অবিলম্বে জাতীয় সভাপতিকে বিনা শর্তে মুক্তি দাবিতে গণঅবস্থান সংঘটিত করেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

প্রসঙ্গত, গতকাল ভোরবেলা দিল্লি পুলিশ ভারতীয় যুব কংগ্রেস-এর জাতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিবকে গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও স্লোগান দেওয়ার ঘটনায় তাকে আটক করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে গণধর্নায় বসেন দলের নেতা-কর্মীরা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীল কমল সাহা বলেন, আইওয়াইসি-র জাতীয় সভাপতি ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনসিইআরটি'র অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে বিচার ব্যবস্থায়দুর্নীতির উল্লেখ, আপত্তি সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বইয়ে "বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি" প্রসঙ্গ উল্লেখ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। বুধবার তিনি মন্তব্য করেন, বিচারব্যবস্থাকে "কলঙ্কিত বা হেয়" করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না।

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই বিষয়টি উত্থাপন করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভি। তাঁরা নবপ্রকাশিত এনসিইআরটি-র পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে উদ্বেগ জানান। সিবাল আদালতে বলেন, "আমরা এই প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে গভীরভাবে বিচলিত যে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতির কথা শেখানো হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণভাবে কেলেঙ্কারিপূর্ণ।" তিনি জানান, আইনজীবী মহলের বহু সদস্য এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন।

প্রধান বিচারপতি জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত এবং বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর থেকে তাঁর কাছে উদ্বেগের বার্তা এসেছে। তিনি বলেন, "একদিন অপেক্ষা করুন। বিষয়টি পুরো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বার ও বেঞ্চসকলেই বিচলিত। আমি বহু ফোন ও বার্তা পাচ্ছি।"

সুপ্রিম কোর্টকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (সুয়ো মোটু) পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানানো হলে প্রধান বিচারপতি বলেন, তিনি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তাঁর কথায়, "আমি পৃথিবীর কাউকেই এই প্রতিষ্ঠানের সততা কলঙ্কিত করতে বা হেয় করতে দেব না। যে-ই হোক না কেন, আইন তার নিজস্ব পথে চলবে।"

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (এনইপি ২০২০) অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এনসিইআরটি) সম্প্রতি অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বই সংশোধন করে প্রকাশ করেছে। 'আমাদের সমাজে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা' শীর্ষক অধ্যায়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 26-02-2026, 01:24

জাগরণ আগরতলা,২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
১৩ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পশ্চিম এশিয়ায় নতুন জোটে

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্প্রতি একটি নতুন ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের প্রস্তাব দিয়াছেন, যাহা "হেক্সাগন অফ অ্যালায়েন্স" বা "ষড়ভুজ জোট" নামে পরিচিত। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইসরায়েল সফরকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রস্তাবটি বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়াছে।নেতানিয়াহুর ভাষায় এটি মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ায় একটি নতুন কৌশলগত অক্ষ। এই জোটে মোট ছয়টি পক্ষ বা অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নেতানিয়াহুর মতে, এই জোটের প্রধান লক্ষ্য হইলো দুটি "চরমপন্থী অক্ষ"কে মোকাবিলা করা। যাহার নেতৃত্বে রহিয়াছে ইরান।এই জোট মূলত নিরাপত্তা, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার মাধ্যমে এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিতে চায়।নেতানিয়াহু ভারতকে একটি "গিগান্টিক পাওয়ার" বা দানবীয় শক্তি হিসেবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জোটে ভারতের গুরুত্ব অনেক গভীর। এআই , কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ভারত ও ইসরায়েল এখন অবিচ্ছেদ্য অংশীদার।ভারতের সাথে আরব বিশ্বের (যেমন- ইউএই, সৌদি আরব) সুসম্পর্ক রহিয়াছে। এটি ইসরায়েলকে আরব দেশগুলোর সাথে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে সাহায্য করিবে।ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরকে নেতানিয়াহু এই জোটের একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে দেখিতেছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ইসরায়েলি পার্লামেন্ট "নেসেট" -এ ভাষণ দেওয়ার সময় ইসরায়েলের সাথে ভারতের দৃঢ় বন্ধুত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে ভারতের জন্য কিছু কৌশলগত চ্যালেঞ্জও রহিয়াছে। ভারত ঐতিহ্যগতভাবে কোনো সামরিক ব্লকে সরাসরি যোগ না দিয়া "কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন" বজায় রাখে। ইরানের সাথেও ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়য়াছে, তাই সরাসরি ইরান-বিরোধী কোনো সামরিক জোটে যোগ দেওয়া ভারতের জন্য সংবেদনশীল হইতে পারে।ভারত বারবার "গাজা শান্তি উদ্যোগ" এবং সংলাপে জোর দিতেছে, যাহা কেবল যুদ্ধ নয় বরং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার কথা বলে।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইজরায়েল সফরের প্রাক্কালে পশ্চিম এশিয়ায় একটি নতুন কৌশলগত জোটের প্রস্তাব সামনে আনিয়াছেন। তিনি একে বলিয়াছেন "হেক্সাগন অব অ্যালায়েন্সেস" বা ছয়ভুজ জোট কাঠামো। ইজরায়েলি বিদেশ মন্ত্রকের ২২ ফেব্রুয়ারির বিবৃতি অনুযায়ী, এই জোটে ভারতের পাশাপাশি ইজরায়েল, গ্রিস ও সাইপ্রাসকে মূল অংশীদার হিসেবে ভাবা হইয়াছে। এছাড়া একাধিক আরব, আফ্রিকান ও এশীয় দেশও এই কাঠামোর অংশ হইতে পারে। ক্যাবিনেট বৈঠকে নেতানিয়াহু বলেন, তিনি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার কথা ভাবিছেন যাহা মূলত মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরিয়া বা তাহার ভিতরে ছয়ভুজ জোট তৈরি করিবে। তাঁহার বক্তব্য অনুযায়ী, এই জোটে থাকিবে ভারত, আরব দেশসমূহ, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলবিশেষ করে গ্রিস ও সাইপ্রাসএবং এশিয়ার আরও কিছু দেশ, যাহাদের নাম তিনি প্রকাশ করেননি।নেতানিয়াহু স্পষ্টভাবে এই জোটের লক্ষ্যও নির্ধারণ করিয়াছেন। উদীয়মান সুন্নি উগ্রপন্থী শক্তির মধ্যে আইএসআইএস-এর অবশিষ্ট অংশ ও অন্যান্য জঙ্গি নেটওয়ার্কের কথাও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।এই প্রস্তাব এমন এক সময়ে আসিয়াছে, যখন ইজরায়েল-ইরান উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত সৌদি-পাকিস্তান কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করিয়াছে। বিশ্লেষকদের একাংশ এই চুক্তিকে "ইসলামিক ন্যাটো" বলিয়িও আখ্যা দিতেছেন। ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইজরায়েলের মধ্যে গত কয়েক বছরে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছে।অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সমন্বয় বাড়াইলেও, পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা জোট গড়িয়া ওঠেনি। নেতানিয়াহুর প্রস্তাব সেই শূন্যস্থান পূরণের ইঙ্গিত দিতেছে।সব মিলাইয়া, "হেক্সাগন অব অ্যালায়েন্সেস" শুধু একটি কূটনৈতিক ধারণা নয়; এটি পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য পুনর্গঠনের সম্ভাব্য রূপরেখা। এতে ভারতের ভূমিকা কেন্দ্রীয়কারণ দিল্লির কৌশলগত অবস্থান, অর্থনৈতিক শক্তি এবং বহুমুখী কূটনৈতিক সম্পর্ক এই নতুন জোটকে বাস্তব রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে।

তেলেঙ্গানাকে ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে গড়ে তোলার ডাক মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডির

হায়দরাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : তেলেঙ্গানাকে একটি শক্তিশালী উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্বসেরা সংস্থাগুলির বিনিয়োগ আকর্ষণে গঠনমূলক ও কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এ রেভান্থ রেড্ডি। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এডব সিইও শান্তনু নারায়ণ। তিনি 'তেলেঙ্গানা রাইজিং-২০৪৭ ভিশন বোর্ড'-এরও সদস্য।

সাক্ষাৎকারে বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান প্রবণতা এবং বিনিয়োগের নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে রাজ্য সরকারের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈশ্বিক উৎপাদন, সবুজ শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর কর্মসংস্থানে প্রভাব, দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনঃদক্ষতা প্রসঙ্গেও মতবিনিময় করেন দুই পক্ষ।

মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি বলেন, বিপুল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণে রাজ্য সরকারকে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে আগ্রাসীভাবে এগোতে হবে। তেলেঙ্গানাকে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং পাওয়ারহাউস হিসেবে গড়ে তুলতে সুসংগঠিত কৌশলগত রূপরেখা প্রণয়নের উপরও জোর দেন তিনি। এছাড়া এআই বিপ্লবের অর্থনীতিতে প্রভাব এবং আগামী দিনে এআই-কে কীভাবে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এআই বিপ্লবের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে শান্তনু নারায়ণের মতামত জানতে চান এবং তেলেঙ্গানার টেকসই উন্নয়নের পথে তাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তেলেঙ্গানা সরকার 'ভিশন ২০৪৭' নথি প্রকাশ করে, যার লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যকে ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। অন্তর্বর্তী লক্ষ্য হিসেবে ২০৩৪ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এই রোডম্যাপে রাজ্যকে তিনটি খাতভিত্তিক অঞ্চলে ভাগ করার কৌশল নেওয়া হয়েছে, কিউর (কোর আরবান রিজিয়ন ইকোনমি), পিউর (পেরি আরবান রিজিয়ন ইকোনমি) এবং রেয়ার (রুরাল এগ্রি রিজিয়ন ইকোনমি)। 'তেলেঙ্গানা রাইজিং গ্লোবাল সামিট'-এর সমাপনী অধিবেশনে আসন্ন ভারত ফিউচার সিটিতে এই ভিশন ডকুমেন্ট প্রকাশ করা হয়।

গঙ্গা নদীতে দেশি মাছের বংশবৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রিভার র‍্যাঞ্চিং

নমামী গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে এক দশকের তথ্যভিত্তিক পদক্ষেপ

প্রধান তথ্যসমূহ : ২০১৭ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৬৯টি রিভার র‍্যাঞ্চিং কর্মসূচির মাধ্যমে ২০৫.৫ লাখ দেশি মাছের চারা নদীতে ছাড়া হয়েছে। এই প্রথমবার আইসিএআর-সিআইএফআরআই বা সিফরি প্রধান নদীগুলির বার্ষিক মাছ ধরার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। মহানদীতে এই পরিমাণ মোট ১৫,১৩৪ টন এবং কৃষ্ণা নদীতে মোট ১৮,৯০২ টন।

গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অংশে এই র‍্যাঞ্চিং প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। দেশি প্রজাতির সংরক্ষণ, বংশগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এবং স্থায়ী নদীজ মৎস্য পালনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট নমামী গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে এই বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপগুলি নিয়েছে।

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা : গত শতাব্দীর অধিকাংশ সময় গঙ্গা নদী শুধুমাত্র জল বহন করেনি। এই নদী মানুষের জীবিকা নির্বাহের পথ দেখিয়েছে, জনপদকে খাদ্য জুগিয়েছে এবং নিজের গতিপথে জীববৈচিত্র্যের এক নিবিড় জাল বুনেছে। তবে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে নদীতে দেশি মাছের সংখ্যা কমেছে। বাসস্থানের অবক্ষয়, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে পরিবর্তন, দূষণ এবং অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য শিকারের ফলে এই ক্ষতি হয়েছে।

গত ১০ বছর ধরে এই পতন রুখতে এক নীরব প্রয়াস শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের নমামী গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চইনস্টিটিউট বড় স্তরে বৈজ্ঞানিক রিভার র‍্যাঞ্চিং কর্মসূচি নিয়েছে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কেবল নদীতে মাছের সংখ্যা বাড়ানো নয় বরং নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। কর্মসূচির পরিধি : ২০১৭ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে আইসিএআর- সিআইএফআরআই বা সিফরি গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অংশে ১৬৯টি রিভার র‍্যাঞ্চিং কর্মসূচি পালন করেছে। এই সময়ে নির্দিষ্ট নদীক্ষেত্রগুলিতে ২০৫.৫ লক্ষ দেশি মাছের চারা ছাড়া হয়েছে। দেশি প্রজাতির সংরক্ষণ, বংশগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এবং নদীজ মৎস্য পালনের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। নদীতে ছাড়ার পর মাছের বেঁচে থাকার হার বাড়াতে ১০-১৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের এবং ১০০-১২০ গ্রাম ওজনের বড় চারা ব্যবহার করা হয়েছে। এই মাছগুলি সাধারণ হ্যাচারির মাছ নয়। গঙ্গা থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা দেশি প্রজননক্ষম মাছ থেকে এই চারা তৈরি করা হয়েছে। দেশি মাছের বংশগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নদীতে ছাড়ার আগে নিয়ন্ত্রিত হ্যাচারি ও নার্সারিতে এই মাছগুলি বড় করা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে মাছের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্যভিত্তিক ভৌগোলিক কৌশল এই প্রয়াসেরভৌগোলিক বন্টন একটি সুচিন্তিত কৌশল তুলে ধরে। যেখানে পরিবেশগত গুরুত্ব এবং জীবিকার নির্ভরশীলতা সবচেয়ে বেশি, সেখানেই র‍্যাঞ্চিং কর্মসূচিকে সংহত করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে ১৬৯টি কর্মসূচির রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হল:

পশ্চিমবঙ্গ : ৬৮ শতাংশ,বিহার : ১৭ শতাংশ,উত্তরপ্রদেশ : ৯ শতাংশঝাড়খণ্ড : ৫ শতাংশ, উত্তরাখণ্ড : ১ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে এই কর্মসূচির আধিক্য নদীর পরিবেশগত গুরুত্ব এবং অববাহিকার নিম্নপ্রবাহে মৎস্য শিকারের ব্যাপকতার প্রতিফলন।

পরিমাপযোগ্য সাফল্য : পরিবেশগত পুনরুদ্ধারকার্য সাধারণত দীর্ঘ সময়ের বিষয় হলেও প্রাথমিক ফলাফল ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রধান নদীজ কেন্দ্রগুলিতে ইন্ডিয়ান মেজর কার্প প্রজাতির মাছ ধরার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই প্রজাতিটি পরিবেশগত অবস্থার একটি প্রধান নির্দেশক। প্রয়াগরাজে এই বৃদ্ধির হার ২৪.৭ শতাংশ, বারাণসীতে এই বৃদ্ধির হার ৪১ শতাংশ নমামী গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে নিয়মিত র‍্যাঞ্চিং এবং সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপের ফলেই এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। কেবল সংখ্যার বৃদ্ধি নয়, এই উদ্যোগ দেশি মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং নদীর বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। এর ফলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকা সুরক্ষিত হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বও এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রমাণিত। আইসিএআর-সিআইএফআরআই বা সিফরি ২০২৫ সালে হুগলি মোহনা থেকে সংগৃহীত পুরুষ মাছের হিমায়িত শুক্রাণু এবং প্রজননক্ষম স্ত্রী মাছের সাহায্যে ইলিশের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি তৈরি করেছে। গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা ব্যারেজের উজানে মোট ৩.৮২ লাখ পূর্ণবয়স্ক ইলিশ ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে ৬০৩১টি মাছের গায়ে শনাক্তকরণ ট্যাগ লাগানো ছিল। প্রাকৃতিক উপায়ে ইলিশের সংখ্যা বাড়াতে ৫৪.৯১ লাখ নিষিক্ত ইলিশের ডিম এবং ৮.০৬ লাখ ইলিশের চারা নদীতে ছাড়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য মিলেছে। বর্তমানে ভারত বার্ষিক ১৮.৯ লাখ টন অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে চীনকে ছাপিয়ে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই প্রথমবার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান নদীগুলির বার্ষিক মাছ ধরার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। মহানদীতে এই পরিমাণ ১৫,১৩৪ টন এবং কৃষ্ণা নদীতে ১৮,৯০২ টন। হুগলি-মাতলা, ঋষিকুল্যা, মাণ্ডবী-জুয়ারি ও নেত্রাবতী-গুরুপুর - এই চারটি প্রধান মোহনা এবং তিনটি নোনা জলের হ্রদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থাপনা বিধি তৈরি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে আরও মজবুত করেছে। আপনি কি জানেন? জলাশয় মৎস্য চাষের নির্দেশিকা অনুসরণের ফলে গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি বছরে ২০ কেজি থেকে বেড়ে ১৫০ কেজি হয়েছে। একইসঙ্গে জলাভূমির উৎপাদন হেক্টর প্রতি বছরে ৬০০ কেজি থেকে বেড়ে ১৬০০ কেজি হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলেই ২০২৫ সালে জাতীয় জলাশয় মৎস্য চাষ নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। নেতৃত্ব, প্রসার ও জন-আদানপ্রদান বেশ কিছু রিভার র‍্যাঞ্চিং কর্মসূচি প্রবীণ জনপ্রতিনিধি এবং নীতি-নির্ধারকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে। এটি নদীজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারে জাতীয় গুরুত্বের প্রতিফলন। এই অনুষ্ঠানগুলি জনসচেতনতা বৃদ্ধি, অংশীদারদের সহযোগিতা এবং গঙ্গা অববাহিকায় স্থায়ী মৎস্য চাষের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠান:১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে আইসিএআর-সিআইএফআরআই বা সিফরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের অভ্যন্তরীণ মৎস্য গবেষণার বিবর্তনে এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল ধরে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। শুরুতে উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হলেও বর্তমানে এই গবেষণা বাস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক এক ব্যাপক রূপ নিয়েছে। এই নতুন ধারায় স্থায়িত্ব, সংরক্ষণ, জীবিকা এবং পুষ্টির নিরাপত্তাকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। আপনি কি জানেন? মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক দিকপাল তৈরি করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী ডঃ ভি.জি. ঝিঙ্গরান এবং ডঃ এস. আয়াপ্পান দেশের মৎস্য গবেষণা জগতের একমাত্র পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক। রিভার র‍্যাঞ্চিং একটি বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির অংশ। এই কর্মসূচিতে নদী ও মোহনার মৎস্য সম্পদ পুনরুদ্ধার, মাছের বাসস্থানের চরিত্র নির্ধারণ এবং মাছ ধরার পরিমাণ অনুমানের মতো বিষয় রয়েছে। এছাড়া বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব বিচার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ের জন্য নীতিগত সহায়তা প্রদানও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধানের ঐতিহ্য: আইসিএআর-সিআইএফআরআই বা সিফরি খাঁচায় মাছ চাষের লাভ এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় উচ্চ মূল্যের দেশি মাছের উন্নত প্রজনন প্রযুক্তি তৈরি করেছে। এই তালিকায় ওমপোক বিমাকুলেটাস (পাবদা), লেবিও বাটা (বাটা), সিস্টোমাস সারানা লেবিও রোহিতা (সরপুঁটি), লেবিও রোহিতা (জয়ন্তী), এবং পেনগাসিয়াস জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে। খাঁচায় মৎস্য চাষের প্রসারে আই সি এ আর- সি আই এফ আর আইবা সিফরি-জিআই মডেল খাঁচা, ১৬ মিটার ব্যাসের এবং ৫ মিটার গভীরতার বিশালাকার এইচডিপিই বৃত্তাকার খাঁচা এবং 'সিফরি- কেজগ্রো' খাবার বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আনা হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল মাছের প্রজাতি ব্যবহারের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে ৯৬ ঘনমিটার আয়তনের প্রতিটি খাঁচায় গড়ে ৩-৪ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন সম্ভব। গত কয়েক বছরে এই প্রতিষ্ঠান উন্নত পুষ্টিগুণ ও হজমক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি বিশেষ মাছের খাবার - সিফরি কেজগ্রো, বিএসএফ ফ্লোটিং ফিশ ফিড এবং রেশমীন তৈরি করেছে। মৎস্য চাষে রোগের প্রকোপ কমিয়ে মুনাফা বাড়াতে সিফরি ফিশ তানভাহারি এবং সিফরি অর্গাকিউর নামক দুটি ওষুধ বাজারে আনা হয়েছে। এছাড়াও, সিফরি জিআই খাঁচা, সিফরি বৃত্তাকার খাঁচা, সিফরি এফআরপি কোরাকল এবং সিফরি এফআরপি অর্নামেন্টাল ট্যাঙ্কের মতো প্রযুক্তিগুলি সম্প্রতি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান 'ভার্টিক্যাল জেল ইলেকট্রোফোরেসিস' এবং জলের নিচে ট্রান্সডিউসারের সঠিক অবস্থান মাপার জন্য 'পোর্টেবল স্লিট বিম ট্রান্সডিউসার অ্যাসেম্বলি' - এই দুটি পেটেন্ট অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আধুনিক আইওটি প্রযুক্তির সাহায্যে বেশ কিছু গবেষণা চালাচ্ছে : জলের গুণমান, অ্যামোনিয়ার পরিমাণ এবং স্বচ্ছতা রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করা। জলের নমুনা সংগ্রহের জন্য ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার। রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেল-এর সাহায্যে জলের নিচে মাছের আচরণ পর্যবেক্ষণ। মহাকাশ গবেষণার প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলাশয়ের মানচিত্র তৈরি।

ইন্ডিয়ান ইনল্যান্ড ফিশারিজ ইনফরমেটিক্স আইসিএআর -সিফরি-এর ইন্ডিয়ান ইনল্যান্ড ফিশারিজ ইনফরমেটিক্স ব্যবস্থা ভারতের অভ্যন্তরীণ মৎস্য ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই সমন্বিত ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে মেশিন লার্নিং, জিওস্পেশিয়াল অ্যানালিটিক্স এবং ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করা হয়। প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ: ইউনিফায়েড ওয়েব-জিআইএস পোর্টাল : এই পোর্টালটি দেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য সংক্রান্ত সব তথ্য এক জায়গায় নিয়ে আসে। পরিবেশের পরিবর্তনের ওপর নজর রাখতে এখানে স্থান-কাল ভিত্তিক মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। জটিল তথ্যকে সহজে বোঝার জন্য এখানে ড্যাশবোর্ড রয়েছে। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং নিয়মিত নতুন তথ্যের মাধ্যমে একে সমৃদ্ধ করা হয়। রিভার-অ্যাকোয়া-ম্যাপ: এটি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং সিফরি-র সংগৃহীত জলের গুণমান সংক্রান্ত তথ্যকে একত্রিত করে। এর মাধ্যমে দেশজুড়ে জলজ প্রাণীর বসবাসের উপযোগিতা যাচাই করা যায়। এছাড়া, নদীর কোথায় অক্সিজেনের অভাব রয়েছে এবং জাতীয় স্তরে পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি কেমন, তাও এই ম্যাপের মাধ্যমে চেনা সম্ভব। আগামীর পথ: গত দশকের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, নদী পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি শুধু কথার কথা বা প্রতীকী কোনো পদক্ষেপ নয়। তথ্যভিত্তিক পদক্ষেপ যদি পরিবেশগত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকে, তবে তার সুফল পাওয়া নিশ্চিত। নমামী গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে বৈজ্ঞানিক রিভার র‍্যাঞ্চিং বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মিষ্টি জলের মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরা প্রমাণ করেছে যে, বংশগত বিশুদ্ধতা বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করেই বিলুপ্তপ্রায় দেশি মাছের ভাণ্ডার পূর্ণ করা সম্ভব। বর্তমান লক্ষ্য হলো এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এই ধরনের উদ্যোগের পরিধি বাড়ানো, নিরন্তর গবেষণা চালানো, অংশীদারদের অংশগ্রহণ আরও গভীর করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনায় বদল আনা প্রয়োজন। গঙ্গা নদীর জীববৈচিত্র্য এবং মৎস্য সম্পদের ভবিষ্যৎ কেবল একমরশুমের মাছ ছাড়ার ওপর নির্ভর করে না। এর জন্য বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নিরবিচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

পাণিনি থেকে এআই স্ট্যাক পর্যন্ত: দিল্লির এআই মুহূর্ত এবং জাতীয় সক্ষমতার যুক্তি

হরদীপ সিং -পুরি
(কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী)

যখন পাণিনি কথ্য ভাষার বিশৃঙ্খলাকে একটি সংক্ষিপ্ত, গণনাযোগ্য ব্যাকরণে পরিণত করেছিলেন, তখন তিনি এমন কিছু প্রমাণ করেছিলেন যা এখনও টিকে আছে: বুদ্ধিমত্তা যখন কাঠামো হিসাবে প্রকাশ করা হয় তখন তা সবচেয়ে শক্তিশালী। নালন্দা সেই প্রবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিল, বিতর্ক, সংরক্ষণ এবং সীমান্তের ওপারে জ্ঞান প্রেরণের পদ্ধতি তৈরি করেছিল। ভারত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ আয়োজনের সিদ্ধান্ত একই সভ্যতার প্ররোচনা থেকে এসেছে, কারণ প্রযুক্তির পরবর্তী উল্লম্ফন এমন সিস্টেম সম্পর্কে যা শিখতে, যুক্তি করতে এবং স্কেলে কাজ করতে পারে, এবং বিশ্ব এমন একটি ভবিষ্যত বহন করতে পারে না যেখানে কেবল কয়েকটি রাজধানীই সিদ্ধান্ত নেয় যে কীভাবে সেই সিস্টেমগুলি তৈরি করা হবে। গত সপ্তাহে ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ সম্মেলনটি ছিল দক্ষিণের কোনও দেশ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম বৈশ্বিক এআই শীর্ষ সম্মেলন, এবং এর আগে কোনও সংস্করণে এই স্কেলে অংশগ্রহণ করেনি: ২০ জনেরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান, ৬০ জন মন্ত্রী, ১০০ টিরও বেশি দেশের ৫০০ জনেরও বেশি এআই নেতা এবং দশটি বিষয়ভিত্তিক প্যাভিলিয়নে ৩০০ জন প্রদর্শক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারত নিজস্ব একটি সাংগঠনিক ধারণা তুলে ধরছে: তথ্যের উপর সার্বভৌমত্ব, নকশার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি, পূর্ব নির্ধারিতভাবে জবাবদিহিতা। এবং এই শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে এখানে গড়ে তোলার জন্য এটি বিশ্বব্যাপী পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এই ধারণাটি প্রধানমন্ত্রীর এম.এ.এন.এ.ভি. দৃষ্টিভঙ্গিতে তার তীক্ষ্ণতম প্রকাশ খুঁজে পায়: নীতিগত রেলিং, জবাবদিহিমূলক শাসন, তথ্যের উপর সার্বভৌমত্ব যাতে বুদ্ধিমত্তার কাঁচামাল একসময় পণ্যের মতো আহরণ না করা হয়, বিস্তৃত অ্যাক্সেস যাতে সুবিধাগুলি মধ্যপ্রদেশের একজন কৃষকের কাছে বেঙ্গালুরুতে একজন প্রকৌশলীর মতো নিশ্চিতভাবে পৌঁছায় এবং আইনি বৈধতা যাতে প্রতিটি মোতায়েন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক তদন্তের জন্য জবাবদিহি করে। মানুষের হাতে কর্তৃত্ব রেখে এআইকে একটি উন্মুক্ত আকাশ দেওয়ার বিষয়ে তার প্রস্তাবনা এমন একটি রেখা টেনে আনে যা অনেক উন্নত অর্থনীতি আঁকতে অনিচ্ছুক।

এই নীতিগুলি এখন দিল্লি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বহুপাক্ষিক গুরুত্ব বহন করে, যা শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই গ্লোবাল সাউথ থেকে প্রথম প্রধান এআই শাসনের নীলনকশা হিসাবে পরিচিত; একটি উন্নয়ন-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যা একটি প্রযুক্তি-আইনি পদ্ধতিতে নোঙর করা হয় যা কঠোর সম্মতির চেয়ে নমনীয় রেলিংকে সমর্থন করে। এটি তিনটি স্তম্ভের চারপাশে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা সংগঠিত করে: মানুষ, গ্রহ এবং অগ্রগতি। জনসংখ্যা-স্কেল সমাধান যেমন ভারত-জেন, যা ২২টি ভারতীয় ভাষাকে সমর্থন করে, এই বাস্তবতাকে মোকাবেলা করে যে বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ ইংরেজিতে কাজ করে না। ভারতের নিজস্ব ভর্তুকিযুক্ত জিপিআইইউ অ্যাক্সেসের উপর ভিত্তি করে একটি প্রস্তাবিত বিশ্বব্যাপী কম্পিউট ব্যাংক, প্রতি ঘন্টায় ৬৫ টাকা হারে, সর্বত্র প্রবেশের বাধা কমিয়ে দেয়। এবং ডেটা সার্বভৌমত্বের উপর ঘোষণাপত্রের জোর সরাসরি এআই নিষ্কাশনবাদকে চ্যালেঞ্জ করে: যে প্যাটার্নে উন্নয়নশীল দেশগুলির ডেটা সংগ্রহ করা হয় এমন মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যা তাদের ব্যবহার করার জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। এই কাঠামোটিকে যা তার বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় তা হল এর পূর্ববর্তী দশকের বাস্তবায়ন, কারণ এই সরকার কোনও শ্বেতপত্রের মাধ্যমে এআই-তে পৌঁছায়নি বরং যে কোনও গণতন্ত্রের হাতে নেওয়া সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো প্রোগ্রামের মাধ্যমে। ২০২৫ সালে ইউপিআই ২২৮ বিলিয়নেরও বেশি লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছে, যার মূল্য প্রায় ৩.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্বের রিয়েল-টাইম ডিজিটাল পেমেন্টের পরিমাণের প্রায় অর্ধেক, যা বিশ্বব্যাপী ভিসা প্রক্রিয়ার চেয়েও বেশি। জেএএম ট্রিনিটি ২০১৫ সাল থেকে ৩.৪৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি কল্যাণ সাশ্রয় করেছে। অন্য কোনও দেশ একক নীতিমালার মধ্যে এই স্কেলে পরিচয়, অর্থপ্রদান এবং এনটাইটেলমেন্ট সরবরাহ তৈরি করেনি এবং এটিই ভারতের এআই মুহূর্তটির ভিত্তি।

ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোর যুক্তি যদি প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে এআই অবকাঠামোর যুক্তি হল প্রতিটি নাগরিককে সক্ষমতার সাথে সংযুক্ত করা, এবং এখানে সংখ্যাগুলি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান প্রকাশ করে: ভারত বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ ডেটা তৈরি করে কিন্তু বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টারের ক্ষমতার প্রায় ৩ শতাংশ হোস্ট করে। সেই ব্যবধানটি এখন এই পি আই তৈরির একই উদ্দেশ্য নিয়ে পূরণ করা হচ্ছে: দ্রুত, স্কেলে এবং সার্বভৌম নকশা সহ।

ভারত মন্ডপে এক সপ্তাহে কী ঘোষণা করা হয়েছিল তা বিবেচনা করুন। মাইক্রোসফ: ২০৩০ সালের মধ্যে গ্লোবাল সাউথের জন্য ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ইতিমধ্যেই ভারতের জন্য ১৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গুগল: আমেরিকা-ইন্ডিয়া কানেক্ট উদ্যোগ, পাঁচ বছরে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে। অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস: মহারাষ্ট্রে ৮.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আদানি গ্রুপ: ২০৩৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি-চালিত এআই ডেটা সেন্টারের জন্য ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইয়োটা ডেটা সার্ভিসেস: এনভিডিয়ার ব্ল্যাকওয়েল আল্ট্রা চিপ ব্যবহার করে এশিয়ার বৃহত্তম এআই কম্পিউটিং হাবগুলির মধ্যে একটির জন্য ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। লারসেন অ্যান্ড টুব্রো: ভারতের বৃহত্তম গিগাওয়াট-স্কেল এআই কারখানা তৈরির জন্য এনভিডিয়ার সাথে একটি প্রস্তাবিত উদ্যোগ। ইন্ডিয়া এআই মিশনের জাতীয় কম্পিউট ক্লাস্টার ৩৮,০০০ জিপিইউ অতিক্রম করেছে এবং ৫৮,০০০-এ পৌঁছাচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে স্টার্টআপগুলির জন্য উপলব্ধ। আগামী দুই বছরে এআই অবকাঠামোতে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের সরকারের লক্ষ্যমাত্রা আকাঙ্ক্ষা নয়; ইতিমধ্যে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলি এটিকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসে। এই বিনিয়োগকে দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সুবিধা হিসেবে গড়ে তোলা নিশ্চিত করাই ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের লক্ষ্য, যা বিশ্বব্যাপী ক্লাউড পরিষেবার জন্য ভারতীয় ডেটা সেন্টার ব্যবহারকারী বিদেশী কোম্পানিগুলির জন্য ২০৪৭ সাল পর্যন্ত কর অবকাশ বাড়িয়েছে এবং এআই এবং উন্নত উৎপাদনকারী স্টার্টআপগুলির জন্য একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিলে ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ৩৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ মিশন, এআই এবং সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন নির্ভরশীল লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং বিরল আর্থগুলিকে সুরক্ষিত করে।

তবে, এর কোনও গুরুত্ব নেই যদি না এটি মানুষের কাছে পৌঁছায়। শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিনে, আড়াই লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী দায়িত্বশীল উদ্ভাবনের জন্য এআই ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতির জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল। টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহরে ত্রিশটি ডেটা এবং এআই ল্যাব চালু রয়েছে, যা পরিকল্পিত ৫৭০-ল্যাব নেটওয়ার্কের প্রথম তরঙ্গ, যখন এআইকোশ ৭,৫০০ টিরও বেশি ডেটাসেট এবং ২৭৩টি মডেল ভাগ করে নেওয়া পাবলিক অবকাঠামো হিসাবে অফার করে। এই সরকার যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন ভারতে ১৬টি আইআইটি ছিল; আজ ২৩ জন। ওপেন-এআই-এর সিইও প্রকাশ করেছেন যে ভারত চ্যাট-জিপিটি-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার, যেখানে সাপ্তাহিক ১০ কোটি সক্রিয় ব্যবহারকারী রয়েছে। খরচ এখানে, এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ছে: শীর্ষ সম্মেলনে তিনটি সার্বভৌম এআই মডেল উন্মোচিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে সরবম এআই-এর ১০৫-বিলিয়ন-প্যারামিটার বৃহৎ ভাষা মডেল যা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কম্পিউটে প্রশিক্ষিত এবং ভারত জেন-এর ফার্ম-টু, একটি ১৭-বিলিয়ন-প্যারামিটার বহুভাষিক মডেল যা ২২টি তফসিলি ভাষাকে সমর্থন করে। এগুলি বিদেশী মডেলের সূক্ষ্ম-সুরক্ষিত অভিযোজন নয়; এগুলি সার্বভৌম অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি একইভাবে ইঙ্গিত দেয় যে অংশীদারিত্ব এখন কীভাবে গঠন করা হয়েছে, কারণ এগুলি আর বিদেশী প্রযুক্তির লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়ে নয় বরং সার্বভৌম ক্ষমতার সহ-নির্মাণের বিষয়ে। স্টারগেট উদ্যোগের অধীনে ১০০ মেগাওয়াট এআই প্রস্তুত ডেটা সেন্টার ক্ষমতা দিয়ে শুরু করে এবং এক গিগাওয়াটে স্কেল করা, ইঙ্গিত দেয় যে ভারতীয় শিল্প চাহিদার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা সংস্থার সরবরাহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্যাক্স সিলিকা ঘোষণাপত্রে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করার ফলে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি এআই, সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের সরবরাহ শৃঙ্খল নিশ্চিত করার জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক ভারত-মার্কিন এআই সুযোগ অংশীদারিত্ব উভয় দেশকে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন-পন্থী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে, অন্যদিকে ২০২৬ সালে ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবনের বছর যৌথ দক্ষতা এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফলের চারপাশে সংগঠিত আরেকটি অক্ষ যোগ করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, বিশ্বব্যাপী এআই শীর্ষ সম্মেলন সিরিজের আয়োজনকারী প্রথম গ্লোবাল সাউথ দেশটি কেবল একটি কথোপকথন আয়োজন করেনি বরং প্রতিযোগিতা করার জন্য যে শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করেছে: একটি দিল্লি ঘোষণা যা এআই শাসনের নিয়ম পুনর্লিখন করে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক রিয়েল-টাইম পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ ডিজিটাল অবকাঠামো, শত শত বিলিয়ন বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি, স্ক্র্যাচ থেকে নির্মিত সার্বভৌম মডেল এবং এআই যুগের সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষা স্থাপত্যে প্রবেশ। পানিনির পাঠ কখনও জটিল ছিল না। কাঠামো হল বুদ্ধিমত্তা। ভারত এখন সেই কাঠামো তৈরি করছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতির মুক্তির দাবিতে আগরতলায় বুধবার যুব কংগ্রেসের পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সামনের দিকে এগিয়ে চলছে: কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: আজ খোয়াই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে খোয়াই জেলাভিত্তিক ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক স্কিমগুলি সম্বন্ধে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ ও সমবায় মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মহল। সভায় তিনি খোয়াই জেলার বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামগুলি কেমন চলছে এবং উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের অসমাপ্ত কাজগুলি সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা উপকৃত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে লাভবান হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধার কারণে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ডোনার মন্ত্রক স্থাপন করা হয়। এবছর কেন্দ্রীয় বাজেটে এক লক্ষ কোটি টাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কারণে এই সকল পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সভায় খোয়াই জেলার সরকারি প্রকল্পগুলির বিস্তারিত বিবরণ সহ প্রকল্পগুলি কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তার সচিত্র তথ্য তুলে ধরেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রজত পন্থ। এছাড়া সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা বন আধিকারিক অশোক কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অভেদানন্দ বৈদ্য এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভার শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিভিন্ন সমবায় সংস্থা পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় করে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজগুলি সম্বন্ধে অবহিত হন।

এরপর তিনি তুলাশিখর ব্লকে টি.আর.এল.এম.-এর লাখপতি দিদিদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের জীবনের সাফল্যের কথা শোনেন।

স্ব-সহায়ক দলের সদস্যারা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি ব্লকে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট, স্ব-সহায়ক দলের দিদিদের দ্বারা পরিচালিত সংযোগ ক্যান্টিন পরিদর্শন করেন। তিনি একটি পাম অয়েল উৎপাদন ক্ষেত্র, খোয়াইয়ের বাগান আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজও পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে পরিদর্শনকারী প্রশাসনিক দলে খোয়াই জেলার ছয়টি ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরে সেরা আশা ও আশা ফেসিলিটেটরদের সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ ফেব্রুয়ারি: কৈলাসহরের ঊনকোটি কলা ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক সেরা আশা কর্মী ও আশা ফেসিলিটেটরদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর।

অনুষ্ঠানে জেলার মধ্যে থেকে বাছাই করা তিনজন আশা ফেসিলিটেটর ও পাঁচজন আশা কর্মীকে উত্তরীয়, মানপত্র এবং ৩,০০০ টাকার চেক তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সন্তোষ ধর, ডা. সঞ্জয় রুদ্র পাল, ডা. অয়ন রায়, ডা. সন্দীপন ভট্টাচার্যী, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শীর্ষেন্দু চাকমা এবং জেলা সমাজ শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা আশা কর্মীদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন, প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে আশা কর্মীদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং সম্মাননা প্রাপ্ত কর্মীদের অভিনন্দন জানানো হয়।

৪ মাস ধরে বেতনহীন জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা, অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: জিবি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা টানা ৪ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। এরই প্রতিবাদে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ট্রমা কেয়ার বিভাগের একাধিক চিকিৎসক ও কর্মী জানিয়েছেন, গত কয়েক মাস ধরে তাঁদের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। নিয়মিত দায়িত্ব পালন এবং রোগী পরিষেবায় নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বেতন না পাওয়ায় দৈনন্দিন খরচ, সংসার চালানো এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।

তাঁরা আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বেতন বকেয়া থাকায় তাঁরা চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন। তাই অবিলম্বে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে বাধ্য হয়ে কর্মবিরতিতে যেতে হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্কলারশিপ প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ, এস.টি কর্পোরেশনের সিইও-র কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: স্কলারশিপের অর্থপ্রদান নিয়ে দীর্ঘদিনের হয়রানির অভিযোগ তুলে এস.টি কর্পোরেশনের সিইও-র কাছে ডেপুটেশন দিল এসএফআই ও টিএসইউ নেতৃত্ব। ডেপুটেশনে সামিল হন দুই বাম বিধায়কও। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গাফিলতির কারণে তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি জনজাতি (এসটি) এবং ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মতো স্কলারশিপের টাকা পাচ্ছেন না। ফলে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে এবং বহু ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক সংকটে পড়ছেন। এই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এসএফআই, টিএসইউ এবং দুই বাম বিধায়ক নয়ন সরকার ও সুদীপ সরকার এস.টি কর্পোরেশনের সিইও-র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাঁদের দাবি, দ্রুত বকেয়া স্কলারশিপ মিটিয়ে স্বচ্ছ ও সময়বদ্ধ প্রক্রিয়ায় অর্থপ্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন টিএসইউ-র রাজ্য সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা এবং এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৃজন দেব জানান, বারবার স্মারকলিপি দেওয়া সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে প্রশাসনকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের উদ্যোগে কুমারঘাটে আয়োজিত হল বিকশিত ভারত নিয়ে বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬: সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশন (সিবিসি)-এর কৈলাসহর ফিল্ড অফিস আজ ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের পিএম-শ্রী সায়দাবাড়ি এসবি স্কুলে বিকশিত ভারতস্বচ্ছতা হি সেবা, এক পেড় মা কে নাম এবং নেশামুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে।

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ভারত গঠনের প্রতি সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। এর পরিচালনায় ছিলেন প্রধান অতিথি তথা কুমারঘাটের বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী কানু মালাকার। এই উদ্যোগ পরিবেশগত স্থায়িত্ব, প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্বকে তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের আলোচনা অংশে বিশেষজ্ঞ আলোচক তথা স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী মানবেন্দ্র দাস সক্রিয় সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে নাগরিকদের তাঁদের মায়ের সম্মানে একটি করে গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রায় ৪৩ লক্ষ মানুষের প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ রোপণ করেন, তবে তা রাজ্যজুড়ে বায়ুর মান উন্নত করবে, জলসম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করবে, দূষণ কমাবে এবং জীববৈচিত্র্যকে আরও সুদৃঢ় করবে। নেশামুক্ত ভারত অভিযান প্রসঙ্গে তিনি মাদকাসক্তির ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থী ও সমাজের সদস্যদের মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য স্মৃতি বালা মালাকার, পিএম-শ্রী সায়দাবাড়ি স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী সংগীতা নাথ, শিক্ষক শ্রী অনুপম মজুমদার সহ অন্যরা।

এই অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, চারা গাছ রোপণ, সেমিনার, উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজন ঘিরে সবার আগ্রহী অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য, যা এই পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা ও মাদকমুক্ত জীবনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকে সফলতার রূপ দেয়। যার মাধ্যমে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে একটি উন্নত ও দায়িত্বশীল ভারত গঠনের ভাবনাই আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ ৮২ বছরের নেহেরা বেগম, বৃদ্ধ ভাতার দাবিতে আবেদন

জম্পুইজলা, ২৫ফেব্রুয়ারী: মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বৃদ্ধ ভাতার আবেদন জানালেন জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছড়া এডিসি ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুখিরামপাড়া এলাকার ৮২ বছর বয়স্কা স্বামীহারা অসহায় মহিলা নেহেরা বেগম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বহু বছর আগে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে নেহেরা বেগমের। এরপর থেকেই চরম অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটছে তাঁর। গ্রামে অনেকেই বৃদ্ধ ভাতা ও বিধবা ভাতা পেলেও, নেহেরা বেগমের ভাগ্যে এখনো জোটেনি কোনও ভাতা। অভিযোগ, তিনি ৬ থেকে ৭ বার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলেও আজ পর্যন্ত ভাতার ব্যবস্থা হয়নি। বৃদ্ধার দাবি, ভিলেজ কমিটি কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে গেলেও বাস্তবে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে চরম কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করছেন তিনি।

3rd And Final Claimant Notice

The claim for the vehicles registration No. (copy enclosed Annexure-I) are hereby summoned for 3rd And Final Claimant Notice to appear the Authorized Officer (District Forest Officer), Gomati District Udaipur) for claim of their seized vehicle within 30 (thirty) days from the date on issue of this Final Claimant notice.

On failing to appear before the Authorized Officer (District Forest Officer) Gomati District, within 30 (thirty) day from the date on issue of the Final Claimant Notice, the Authorized Officer (District Forest Officer) Gomati District in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(86)/For/FP-86/14469, Dated.09.06.1987 of the Forest Department Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose under sub-sec. 52(A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and start to process the confiscated seized vehicle along with forest produce of questionable origin in commission of Forest Offence of IFA, 1927 and rules under, the decision regarding proceeding of confiscation shall be taken ex-parte and confiscated to the Govt. of Tripura.

Issued on this day 23rd February, 2026.
ICA/D-2048/26

(H.Vignesh, IFS)
(Authorized Officer)
District Forest Officer
Gomati District, Udaipur

PNIe-T-40/EE/RD/BSGD/SPJ/2025-26/ dt. 23/02/2026

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/ Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 02/03/2026 for 4 (Four) nos work within RD Bishramganj Division.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

ICA/C-4527/26

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala
District, Tripura

CORRIGENDUM
Ref. No.: PNIT No: 73/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.12/02/2026

1. DNIT No.: 150/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26
2. DNIT No.: 151/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26
3. DNIT No.: 152/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26

Due to some unavoidable circumstances, last date of bid submission for the above mentioned PNIT is hereby extended up to 26/02/2026 which was circulated on 12/02/2026 vide memo no.14(77)/EE/MNP/PWD(R&B)/8629-8704, Dt.12/02/2026.

ICA/C/ 45.20/26

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er.Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division,
PWD(R&B) Mohanpur, West Tripura.

PNIET No: 99/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 23/02/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Urgent maintenance of all official buildings along with government quarters (Bhallukiya Tilla) at Kunjaban Extension, Agartala under Capital Complex Sub-Division No-II during the year 2025-26. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

DNIET No: 92/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26

Estimated Cost: 9,68,719.00, Earnest Money: 19,374.00 and Time for completion: 180 (one hundred twenty) days

Last date & time for online Bidding: 03/03/2026 upto 3:00 PM

ICA/C/ 4532/26

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC, invites e-tender in Single bid system for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date And Time for Document Downloading and Bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/50/2025-26	R 4,98,105.00	R 9,962.00	15 (Fifteen) days	Date : 03-03-2026 Time : 15.00 Hrs.
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/51/2025-26	R 4,99,675.00	R 9,994.00	15 (Fifteen) days	Date : 27-02-2026 Time : 15.00 Hrs.

For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal. https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Municipal Corporaton.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T No:14/Div-II/AMC/2025-26 **Dated : 24-02-2026**

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No: 72/Div-II/AMC/2025-26	Rs.15,26,546.00	Rs.30,531.00	120 (One Hundred Twenty) days
2	DNIeT No: 73/Div-II/AMC/2025-26	Rs.9,33,638.00	Rs.18,673.00	120 (One Hundred Twenty) days
3	DNIeT No: 74/Div-II/AMC/2025-26	Rs.6,77,288.00	Rs.13,546.00	90 (Ninety) days
4	DNIeT No: 75/Div-II/AMC/2025-26	Rs.33,52,605.00	Rs.67,052.00	120 (One Hundred Twenty) days

Last date and time for document downloading/bidding: **05-03-2026 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtaied from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Coroporation

No. 665-680/F.217/Div-II/AMC/2007 Dated 24-02-2026

PRESS SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 14/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 Dated, 19/02/2026

The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-

i). DNIe-T No:- 79/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,17,662.00 E/M:- . 48,353.00 Time/Period:- 45(forty five) days

ii). DNIe-T No:- 80/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,13,979.00 E/M:- . 48,280.00 Time/Period:- 45(forty five) days iii). DNIe-T No:- 81/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 23,97,994.00 E/M:- . 47,960.00 Time/Period:- 60(sixty) days iv). DNIe-T No:- 82/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 23,97,994.00 E/M:- . 47,960.00 Time/Period:- 60(sixty) days v). DNIe-T No:- 83/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 22,17,497.00 E/M:- . 44,350.00 Time/Period:- 45(forty five) days vi). DNIe-T No:- 84/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 23,99,263.00 E/M:- *. 47,985.00 Time/Period:- 45(forty five) days vii). DNIe-T No:- 85/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,10,178.00 E/M:- . 48,204.00 Time/Period:- 45(forty five) days viii).DNIe-T No:- 86/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,17,524.00 E/M:- . 48,350.00 Time/Period:- 45(forty five) days ix). DNIe-T No:- 87/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 23,19,758.00 E/M:- . 46,395.00 Time/Period:- 45(forty five) days x). DNIe-T No:- 88/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,24,947.00 E/M:- . 48,499.00 Time/Period:- 90(ninety) days xi). DNIe-T No:- 89/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,15,709.00 E/M:- . 48,314.00 Time/Period:- 180(one hundred & eighty) days xii). DNIe-T No:- 90/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,07,389.00 E/M:- . 48,148.00 Time/Period:- 180(one hundred & eighty) days xiii).DNIe-T No:- 91/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,18,255.00 E/M:- . 48,365.00 Time/Period:- 180(one hundred & eighty) days xiv). DNIe-T No:- 92/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,11,424.00 E/M:- . 48,228.00 Time/Period:- 180(one hundred & eighty) days xv). DNIe-T No:- 93/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,09,705.00 E/M:- . 48,194.00 Time/Period:- 180(one hundred & eighty) days xvi). DNIe-T No:- 94/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-2026 E/C:-. 24,10,362.00 E/M:-. 48,207.00 Time/Period:- 180(one hundred & eighty) days xvii). DNIe-T No:- 115/DNIT/SE-V/AMB/2024-25 (2TM CALL) E/C:-. 1,45,14,659.00 E/M:- *. 2,90,293.00 Time/Period :- 365(three hundred & sixty five)days

Experience certificate with details of work in respect of erection and maintenance of Bailey Bridge should be uploaded, otherwise tender will be rejected for Sl. No. iii, iv, xii & xiii.

Last date & time for online Bidding:- 26/02/2026 upto 3.00 P.M

Bid Fee Bid Fee:- For Sl.No. (i) to (xvi) . 1,000.00 & For Sl.No. (xvii) ?. 4,000.00

Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal https:/tripuratenders.gov.in

ICA/C/4539/26

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

কাঞ্চনপুর মহকুমা বন দপ্তরের উদ্যোগে "বন বাঁচাও, বনের আগুন প্রতিরোধ করো" কর্মসূচি

কাঞ্চনপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি: বনে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সবুজ বনাঞ্চল ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বন বাঁচাও, বনের আগুন প্রতিরোধ করো শীর্ষক এক সচেতনতা প্রচার র‍্যালির আয়োজন করে কাঞ্চনপুর মহকুমা বন দপ্তর।

র‍্যালির সূচনা করেন কাঞ্চনপুর মহকুমা বন আধিকারিক সুমন মিত্র। এদিন র‍্যালিটি কাঞ্চনপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে কাঞ্চনপুর শহর, দশদা এবং জম্পুই হিল এলাকার বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। বনকর্মী, স্থানীয় বাসিন্দা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা র‍্যালিতে অংশ নেন।

মহকুমা বন আধিকারিক সুমন মিত্র বলেন, মানুষের অসচেতনতা ও অসাবধানতার কারণেই বহু সময় বনে আগুন লাগে। বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে বনাঞ্চলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বিস্তীর্ণ সবুজ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শুধু গাছপালা নয়, বন্যপ্রাণ ও পরিবেশের ভারসাম্যও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তিনি আরও জানান, বনাঞ্চলে আগুন প্রতিরোধে স্থানীয় মানুষদের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন এলাকায় আগুন জ্বালানো, সিগারেট বা বিড়ির অবশিষ্টাংশ ফেলে দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং কোথাও আগুনের সূত্রপাত হলে দ্রুত বন দপ্তরকে খবর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বুধবার আগরতলায় পাদুকা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

মারিনা সৈকতে ব্লু ফ্ল্যাগ সম্প্রসারণ ও রোপ কার প্রকল্পের বিরুদ্ধে ২ মার্চ মানববন্ধনে নামছেন চেন্নাইয়ের মৎস্যজীবীরা

চেন্নাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : চেন্নাই উপকূলে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। চেন্নাই-এর ট্রিপলিকেনের আয়োধ্যা কুপ্পম থেকে সানথোমের শ্রীনিবাসপুরম পর্যন্ত ১২টি মৎস্যজীবী গ্রাম ২ মার্চ সন্ধ্যায় বৃহৎ মানববন্ধন কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই আন্দোলনের লক্ষ্য রাজ্য সরকারের কাছে মারিনা সৈকতে ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ প্রকল্পের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাতিল এবং বালুচরে প্রস্তাবিত রোপ কার প্রকল্প বন্ধের দাবি জানানো। মৎস্যজীবী নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, আয়োধ্যা কুপ্পম, মাট্টানকুপ্পম, নোচিকুপ্পম এবং শ্রীনিবাসপুরমের প্রতিনিধিরা সাম্প্রতিক উপকূলীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে "গুরুতর জীবিকা সংকট" হিসেবে চিহ্নিত করে বৈঠক করেছেন। ব্লু ফ্ল্যাগ প্রকল্পের সম্প্রসারণের পাশাপাশি মারিনা লুপ রোড ও সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় দোকান উচ্ছেদের প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করছে মৎস্যজীবী সমাজ।

প্রতিবাদীদের দাবি, তারা উন্নয়নের বিরুদ্ধে নন। তবে পর্যটন পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ যেন ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার অধিকার, বিক্রির স্থান এবং সমুদ্রতীরে প্রবেশাধিকারের ক্ষতি না করে। পরবর্তী কাজ শুরুর আগে প্রশাসনের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার দাবি জানানো হয়েছে।

আয়োধ্যা কুপ্পমের এক মৎস্যজীবী সেলভারাজ জানান, প্রকল্পের আগের পর্যায়েই তারা বহু ছাড় দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ব্লু ফ্ল্যাগ প্রস্তাব প্রথম এলে আমরা জায়গা ছেড়ে নৌকা সরিয়ে নিয়েছিলাম। পরে বাকি অল্প জায়গাতেও বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়। আমাদের চাপে তা সরানো হয়। এখানে আমাদের ৩০টি নৌকা ও ১০টি ক্যাটামারান আছে। নিকাশিজল ও আবর্জনার কারণে উপকূলে মাছ ধরা আগেই ক্ষতিগ্রস্ত। এখন নৌকা রাখার জায়গাও কমে যাচ্ছে।"

বাসিন্দাদের আশঙ্কা, ব্লু ফ্ল্যাগ প্রকল্প আরও বাড়লে মৎস্যজীবী পরিবারগুলো সম্পূর্ণভাবে সৈকত থেকে বিতাড়িত হতে পারে। সম্প্রদায়ের সদস্যদের দাবি, ঐতিহ্যগতভাবে নৌকা নোঙর করা ও জাল শুকানোর জন্য ব্যবহৃত স্থান ক্রমশ সীমিত করা হচ্ছে।

এদিকে সৈকতসংলগ্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। এক মহিলা বিক্রেতা জানান, মারিনা ও লুপ রোডের ধারে থাকা খাবারের দোকান ও ছোট ব্যবসার ওপর প্রায় ২,০০০ পরিবার নির্ভরশীল। তাঁর প্রশ্ন, "মাত্র ৩০০টি দোকানের অনুমতি দিলে বাকিদের কী হবে? সরকার বিকল্প জায়গা বা জীবিকার ব্যবস্থা করলে আমরা ভাবতে পারি। না হলে এটি আমাদের কাছে বাঁচা-মরার প্রশ্ন।"

সম্প্রদায় নেতা কে. ভারতী অভিযোগ করেন, প্রশাসন একতরফাভাবে নিয়ম প্রয়োগ করছে। তাঁর দাবি, মৎস্যজীবীদের অস্থায়ী ছাউনি তুলে জাল মেরামত করতে বাধা দেওয়া হলেও, একই বালুচরে বাঁশের বেড়া, কেবানা, চেঞ্জিং রুম, শৌচালয় এমনকি রোপ কার নির্মাণের কাজ চলছে।

মৎস্যজীবীরা সরকারের কাছে অবিলম্বে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের হুঁশিয়ারি, জীবিকার সুরক্ষা ছাড়া উন্নয়ন এগোলে চেন্নাইয়ের ঐতিহ্যবাহী উপকূলীয় সম্প্রদায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মার্কিন শুল্কে ধাক্কা, ধস নামল দেশীয় সৌর সংস্থার শেয়ারে

মুম্বাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন বাণিজ্য দফতরের আরোপিত নতুন শুল্কের জেরে বুধবার শুরুর লেনদেনেই ধস নামল ভারতীয় সৌর ও নবায়নযোগ্য শক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারে। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ ভারত থেকে আমদানি করা সৌর সেল ও প্যানেলের উপর প্রাথমিকভাবে প্রায় ১২৫.৮৭ শতাংশ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করেছে। এই ঘোষণার পর ওয়ারী এনার্জি-এর শেয়ার সর্বোচ্চ ১৪.৬ শতাংশ পড়ে ২,৫৮০.৫০ টাকায় নেমে লোয়ার সার্কিটে আঘাত করে। পরে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ২,৭২৪ টাকায় দাঁড়ায়, যা আগের তুলনায় ৯.৯০ শতাংশ কম। প্রিমিয়ার এনার্জিস ৪.৫৭ শতাংশ কমে ৭৪১.৫৫ টাকায় লেনদেন করে, যদিও দিনের মধ্যে এক সময় ৬৬৬.৯০ টাকায় নেমে গিয়েছিল। এছাড়া বিক্রম সোলার প্রায় ৭ শতাংশ, ওয়ারী রিনিউয়েবল টেকনোলজিস ৬ শতাংশের বেশি, সোলেক্স এনার্জি প্রায় ৫ শতাংশ, সাত্ত্বিক গ্রিন এনার্জি প্রায় ৩ শতাংশ এবং বোরোসিল নবায়নযোগ্য সামান্য ১ শতাংশের বেশি পতন রেকর্ড করে। মার্কিন বাণিজ্য দফতরের প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, রফতানিকারক দেশগুলির 'অন্যায্য ভর্তুকি'র প্রতিকার হিসেবেই এই কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ভারতের জন্য শুল্কহার নির্ধারিত হয়েছে ১২৫.৮৭ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার জন্য ১০৪.৩৮ শতাংশ এবং লাওসের জন্য ৮০.৬৭ শতাংশ। এই সিদ্ধান্ত এসেছে 'অ্যালায়েন্স ফর আমেরিকান সোলার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেড'-এর আবেদনের ভিত্তিতে। এই জোটে রয়েছে হানওয়া কিউসেলস, ফার্স্ট সোলার এবং মিশন সোলার।

এছাড়া মার্চমাসে বাণিজ্য দফতর আরও একটি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে, যেখানে খতিয়ে দেখা হবে ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও লাওসের রফতানিকারকরা উৎপাদন খরচের নিচে দামে পণ্য বিক্রি করেছে কি না। ইতিবাচক সিদ্ধান্ত এলে অতিরিক্ত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ হতে পারে। মার্কিন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও লাওস থেকে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন ডলারের সৌর প্যানেল আমদানি হয়েছে, যা ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট সৌর আমদানির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউস স্পষ্ট করে জানিয়েছিল, ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সাময়িকভাবে ভারতের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে, আগামী সপ্তাহগুলিতে আরও শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হতে পারে। প্রেস সম্মেলনে ট্রাম্প জানান, সেকশন ২৩২ ও ৩০১ সহ অন্যান্য বিধানও প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতে পারে।

ইমরান খানের পছন্দের হাসপাতালে চিকিৎসার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে পিটিআই

ইসলামাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পছন্দের হাসপাতালে চিকিৎসা ও ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের পরামর্শের অনুমতি চেয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই। বুধবার পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে এ সংক্রান্ত আবেদন দাখিল করা হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

পিটিআইয়ের আইনজীবী সরদার লতিফ খোসা আবেদনটি দায়ের করেন। মঙ্গলবার চোখের সমস্যার ফলো-আপ চিকিৎসার জন্য ইমরান খানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় বলে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক ডন জানিয়েছে। আবেদনটি ইমরান খানের পক্ষে দায়ের করা হয়েছে এবং ইসলামাবাদ জেলা নির্বাচন কমিশনারকে বিবাদী করা হয়েছে। এতে তোষাখানা মামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে, যে মামলায় ২০২২ সালে প্রথম গ্রেফতার হন পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা।

পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, ইমরান খানকে অবিলম্বে ইসলামাবাদের শিফা আন্তর্জাতিক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রেটিনা বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে চোখের যথাযথ চিকিৎসা করানো হোক। পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফয়সাল সুলতান ও ডা. আসিম ইউসুফের সঙ্গে পরামর্শের অনুমতি দেওয়ার এবং তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

পিটিশনে আরও বলা হয়েছে, চিকিৎসার সময় তাঁর পরিবারের সদস্যদের যথাযথভাবে জানানো এবং তাঁদের যুক্তিসঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হোক। পাশাপাশি, ইমরান খানের সমস্ত চিকিৎসা প্রতিবেদন ও পরীক্ষার সত্যায়িত অনুলিপি তাঁর আইনজীবীর কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আইনজীবীর বক্তব্য, ইমরান খানের বয়স ৭৩ বছর এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান বয়স ও অবনতিশীল স্বাস্থ্য শুধু পরিবারের নয়, সমগ্র পাকিস্তানবাসীর জন্য উদ্বেগের বিষয়। তিনি অভিযোগ করেন, পরিবারের সদস্য বা স্বাধীন চিকিৎসকদের সঙ্গে কোনও তথ্য ভাগ না করে গোপনে চিকিৎসা পরীক্ষা চালানো হচ্ছে, যা গুরুতর সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে।

পিটিশনে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (পিমস) হাসপাতালে সম্পন্ন হওয়া চিকিৎসা পরীক্ষা বা প্রক্রিয়ার ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। এই ধরনের গোপনীয়তা গ্রহণযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করা হয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইমরান খানের ডান চোখে সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন (সিআরভিও) ধরা পড়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। ২৪ জানুয়ারি তাঁর প্রথম চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও সরকার পাঁচ দিন পর তা প্রকাশ করে। এর পর থেকেই বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার অভাব ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত না করার অভিযোগ তুলেছে। যদিও সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মঙ্গলবার ভোরে ফলো-আপ চিকিৎসার জন্য ইমরান খানকে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে নিয়ে যাওয়া হয়।

অগ্নিঝুঁকির আশঙ্কায় ১ লক্ষের বেশি গাড়ি প্রত্যাহার করবে হুন্ডাই কিয়া ও বিএমডব্লিউ

সিউল, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে হুন্ডাই, কিয়া এবং বিএমডব্লিউ কোরিয়া স্বেচ্ছায় মোট ১,০৭,১৫৮টি গাড়ি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছে। বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার পরিবহন মন্ত্রক এ তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, হিউন্ডাইয়ের চারটি মডেলের ৩৭,৬৯০টি গাড়িতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে কোনা ইলেকট্রিক। ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বিএমএস)-এর সফটওয়্যার ত্রুটির কারণে অগ্নিঝুঁকি আগাম শনাক্তকরণে সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

একই বিএমএস সফটওয়্যার সমস্যার কারণে কিয়া তাদের নিরো ইলেকট্রিক গাড়ির ১,৫৯০টি ইউনিট প্রত্যাহার করবে বলে জানিয়েছে ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থা।

অন্যদিকে, স্টার্টার মোটরের ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশের কারণে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকায় বিএমডব্লিউ কোরিয়া ৩২টি মডেলের মোট ৬৭,৮৭৮টি গাড়ি প্রত্যাহার করবে। এর মধ্যে রয়েছে বিএমডব্লিউ ৫২০আই এবং বিএমডব্লিউ ৩২০আই।

এর আগে সফটওয়্যার-সংক্রান্ত উৎপাদন ত্রুটির কারণে এই তিন সংস্থা যৌথভাবে ৫১টি মডেলের মোট ১,৭৯,৮৮০টি গাড়ি প্রত্যাহার করেছিল বলে পরিবহন মন্ত্রক জানায়।

মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ব্রেকিং পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলতে পারে এমন সফটওয়্যার ত্রুটির কারণে হিউন্ডাই তাদের পোর্টার ইই ইলেকট্রিক মডেলের ৩৬,৬০৩টি ইউনিট প্রত্যাহার করে। একই কারণে কিয়া বঙ্গো আইআইআই ইলেকট্রিক গাড়ির ২৫,০৭৮টি ইউনিট ফিরিয়ে নেয়। এছাড়া অনুরূপ সমস্যায় মঙ্গলবার থেকে কিয়ার আরও ১৬টি মডেলের ৬৯,১৩৭টি গাড়ি প্রত্যাহার শুরু হয়েছে।

এছাড়া এয়ার কন্ডিশনার কম্প্রেসর কন্টোল ইউনিটে সফটওয়্যার ত্রুটির কারণে BMW কোরিয়া বিএমডব্লিউ আই৫ ইড্রাইভ৪০-সহ ১৩টি মডেলের ৯,৯১৪টি গাড়ি প্রত্যাহার করেছে।

এদিকে, কিয়া জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে তাদের উৎপাদন কারখানায় মোট উৎপাদন ৫০ লক্ষ ইউনিট ছাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সময় মঙ্গলবার ওয়েস্ট পয়েন্ট প্ল্যান্টে ৫০ লক্ষতম গাড়ি উৎপাদন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

উৎপাদিত ৫০ লক্ষতম গাড়িটি ছিল টেলুরাইড স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকল (এসইউভি), যা জর্জিয়ায় সংযোজিত প্রথম হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল (এইচইভি) এবং কিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি প্রথম এইচইভি হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার এই গাড়ি নির্মাতা সংস্থা ২০১৯ সাল থেকে জর্জিয়াতেই একচেটিয়াভাবে টেলুরাইড উৎপাদন করছে।

সাম্প্রতিক ডেটা ফাঁসে প্রায় ২ লক্ষ তাইওয়ানি অ্যাকাউন্ট প্রকাশ্যে: কুপাং

সিউল, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন তালিকাভুক্ত ই-কমার্স জায়ান্ট কুপাং জানিয়েছে, সাম্প্রতিক ডেটা ফাঁসের ঘটনায় প্রায় ২ লক্ষ তাইওয়ানি গ্রাহক অ্যাকাউন্ট প্রকাশ্যে এসেছে। এই সাইবার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় মোট প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ অ্যাকাউন্ট প্রভাবিত হয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে ঘটে যাওয়া এই ডেটা ফাঁসের পর কুপাং সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা ম্যান্ডিয়েন্ট এবং পালো আল্টো নেটওয়ার্কস-কে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক তদন্ত করায় বলে ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, এটি কুপাং ও আমাদের গ্রাহকদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন এক কর্মীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধ। আইনি পদক্ষেপ আমাদের নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও, আমরা বরাবরই এই দুষ্কৃতীকে আইনের সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে আসছি।

কুপাংয়ের দাবি, ম্যান্ডিয়ান্টের তদন্তে দেখা গেছে, প্রাক্তন কর্মীর অননুমোদিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাইওয়ানের প্রায় ২ লক্ষ অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কোনও অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য অ্যাক্সেস করা হয়নি। সংস্থার দাবি, অ্যাক্সেস করা গ্রাহক তথ্য অন্য কারও দ্বারা দেখা, শেয়ার বা স্থানান্তর করা হয়েছে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। কুপাং আরও জানায়, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত গ্রাহক তথ্যের অপব্যবহারের কোনও প্রমাণ মেলেনি এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে, এমনও কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। এর আগে চলতি মাসে কুপাংয়ের দক্ষিণ কোরিয়া ইউনিটে বড় ধরনের ডেটা ফাঁসের ঘটনায় যৌথ সরকারি-বেসরকারি তদন্তে নিশ্চিত করা হয়, ৩ কোটি ৩৬ লক্ষের বেশি অ্যাকাউন্ট প্রকাশ্যে এসেছে। তদন্তে আরও জানা যায়, কুপাংয়ের ওয়েবসাইটের ডেলিভারি বিভাগ প্রায় ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ বার দেখা হয়েছে এবং ফাঁস হওয়া তথ্যে শেয়ারড অ্যাপার্টমেন্ট প্রবেশদ্বারের পাসওয়ার্ডও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রসঙ্গত, নিজেদের প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে কুপাং প্রথমে দাবি করেছিল যে মাত্র ৩,৩০০টি অ্যাকাউন্টের তথ্য ফাঁস হয়েছে। এই দাবিকে বিজ্ঞান মন্ত্রক "অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" ও ভিত্তিহীন একতরফা মন্তব্য বলে উল্লেখ করায় সংস্থাটি ব্যাপক জনসমালোচনার মুখে পড়ে।

আইটি শেয়ারের পুনরুদ্ধারে জোরদার উত্থান সেনসেক্স- নিফটিতে

মুম্বই, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন বাজারে প্রযুক্তি শেয়ারের রাতারাতি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রভাব পড়ল ভারতীয় শেয়ারবাজারেও। বুধবার আইটি খাতের নেতৃত্বে শক্তিশালী উত্থান দেখা গেল বিএসই সেনসেক্স এবং নিফটি ৫০-এ।

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সেনসেক্স ৫৫৯ পয়েন্ট বা ০.৬৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৮২,৭৮৫ পয়েন্টে। একই সময়ে নিফটি ১৫৭ পয়েন্ট বা ০.৬২ শতাংশ উঠে ২৫,৫৮২ পয়েন্টে পৌঁছায়।

বেঞ্চমার্ক সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্রডার মার্কেট সূচকগুলিও ঊর্ধ্বমুখী ছিল। নিফটি মিডক্যাপ ১০০ সূচক ০.২৭ শতাংশ এবং নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ সূচক ০.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সব প্রধান সেক্টরাল সূচক সবুজে লেনদেন করে। নিফটি আইটি সূচক ১.৯১ শতাংশ লাফিয়ে শীর্ষ গেইনার হয়। নিফটি মেটাল সূচক ১.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র---ইরান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অপরিশোধিত তেলের দৃঢ় দামের কারণে সামগ্রিক বাজার মনোভাব সতর্কই থাকতে পারে। পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)—নির্ভর পরিবর্তনের আশঙ্কা বিশ্ব প্রযুক্তি শেয়ারে প্রভাব ফেলছে, যা বৃহত্তর ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতাকে কিছুটা চাপে রাখছে।

মঙ্গলবার মাসিক ডেরিভেটিভস এক্সপায়ারির দিন নিফটি ২৫৯ পয়েন্ট পড়ে ২৫,৪৫৯ পয়েন্টে বন্ধ হয়েছিল। তীব্র বিক্রির জেরে বিএসই-তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ২.৮৫ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ হ্রাস পায়।

এইচডিএফসি সিকিউরিটিজের প্রাইম রিসার্চ বিভাগের প্রধান দেবর্ষ ভাকিল জানান, স্বল্পমেয়াদে ২০০-ডিইএমএ, যা বর্তমানে প্রায় ২৫,২৪০-এ রয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট স্তর হিসেবে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে ২৫,৬৪০—২৫,৭৭০ অঞ্চলটি তাৎক্ষণিক রেজিস্ট্যান্স হিসেবে বাজারের উত্থানকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, নিফটির তাৎক্ষণিক সাপোর্ট ২৫,৩০০ স্তরে এবং রেজিস্ট্যান্স ২৫,৬০০—২৫,৭০০ অঞ্চলে অবস্থান করছে। ব্যাঙ্ক নিফটির ক্ষেত্রে ৬০,৯০০—৬০,৬০০ অঞ্চলটি সাপোর্ট এবং ৬১,৫০০---৬১,৭০০ অঞ্চলটি রেজিস্ট্যান্স হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এশিয়ার অন্যান্য বাজারেও ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যায়। চীনের সাংহাই সূচক ০.৮৭ শতাংশ এবং শেনঝেন সূচক ০.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জাপানের নিক্কেই সূচক ১.৪৪ শতাংশ এবং হংকংয়ের হ্যাং সেন সূচক ০.৪৬ শতাংশ বেড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কোসপি সূচক ২.৩৩ শতাংশ লাফিয়েছে।

মার্কিন বাজারেও রাতারাতি ঊর্ধ্বমুখী সমাপ্তি হয়েছে। ন্যাসড্যাক ১.০৫ শতাংশ, এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক ০.৭৭ শতাংশ এবং ডাও জোন্স ০.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) নিট ১০৩ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। বিপরীতে, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (ডিআইআই) নিট ৩,১৬১ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছেন।

২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে ভারতের নির্মাণ সামগ্রীর বাজার

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির জেরে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের নির্মাণ সামগ্রীর বাজার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। বর্তমানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে (চু২৫) বাজারের আকার ৫৭ বিলিয়ন ডলার, এবং আগামী পাঁচ বছরে ১০---১২ শতাংশ যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (সিএজিআর) বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস।

বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক অ্যাভেন্ডাস ক্যাপিটাল-এর প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রিক্যাল গুডস (এফএমইজি) খাত সবচেয়ে বড় সুযোগ তৈরি করছে। বিশেষ করে তার ও কেবলস খাতে মাঝামাঝি কিশোর-হারে সিএজিআর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রিড উন্নয়ন, ডেটা সেন্টার, বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি) পরিকাঠামো এবং ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের সম্প্রসারণ এই বৃদ্ধিকে সমর্থন করবে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পেইন্টস ও কোটিংস খাত সবচেয়ে সংগঠিত এবং লাভজনক অংশগুলির মধ্যে একটি, যেখানে ইবিটডা মার্জিন ১৪---১৯ শতাংশ। টাইলস ও বাথওয়্যার খাত রফতানিতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাচ্ছে। পরিমাণের ভিত্তিতে বৈশ্বিক টাইলস রফতানিতে ভারতের প্রায় ১৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে, যা পণ্যের মানোন্নয়নের ফল।

উড প্যানেল খাতে মিডিয়াম ডেনসিটি ফাইবারবোর্ড (এমডিএফ)-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। ২০২০ অর্থ বছরে যেখানে এর অনুপ্রবেশ ছিল ২০ শতাংশ, ২০২৫ অর্থ বছরে তা বেড়ে ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং ২০৩০ অর্থ বছরে প্রায় ৪৫ শতাংশে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। মডুলারাইজেশন ও দ্রুত প্রতিস্থাপন চক্রের কারণে উড প্যানেল বাজারে চাহিদা বাড়ছে।

ফার্নিচার ফিটিংস ও আর্কিটেকচারাল হার্ডওয়্যার খাতেও কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশন এবং কঠোর নিয়ন্ত্রক নীতির সহায়তায় স্থানীয় উৎপাদন বাড়ছে। এই খাতটি নির্মাণ সামগ্রীর বাজারে দ্রুততম বর্ধনশীল অংশ, যেখানে হিঞ্জ, ড্রয়ার সিস্টেম, কিচেন সিস্টেম প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। ২০২৫ অর্থ বছরে ২৫০ বিলিয়ন টাকা থেকে ২০৩০ অর্থ বছরে ৫০০ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাতে পারে এই বাজার, যেখানে ১৪---১৬ শতাংশ সিএজিআর প্রত্যাশিত। প্লাস্টিক পাইপ, ফিটিংস ও ট্যাঙ্ক খাতে দ্রুত একত্রীকরণ (কনসোলিডেশন) চলছে। সংগঠিত সংস্থাগুলির বাজার অংশীদারিত্ব প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়ালস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং অ্যাভেন্ডাস ক্যাপিটাল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও হেড কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন, নির্মাণ সামগ্রীর বাজার ভারতের প্রধান প্রবৃদ্ধি ইঞ্জিন, রিয়েল এস্টেট ও ভোগব্যয়ের সংযোগস্থলে অবস্থান করছে। ক্রেতারা এখন বাড়িকে শুধু প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নয়, দীর্ঘমেয়াদি লাইফস্টাইল সম্পদ হিসেবে দেখছেন। ফলে ব্র্যান্ডেড ও উন্নত মানের পণ্যে ব্যয় বাড়ছে। তবে এই ইতিবাচক প্রবণতা সত্ত্বেও, বৈশ্বিক মানদণ্ডের তুলনায় ভারতে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার এখনও কাঠামোগতভাবে কম। ফলে দীর্ঘমেয়াদে বাজার সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনিশ্চয়তার জেরে পাকিস্তানে ব্যাংক ঋণগ্রহণে ৩৯ শতাংশ পতন

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : সুদের হার কমানো সত্ত্বেও পাকিস্তানের অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগে তীব্র পতন ঘটেছে। উচ্চ জ্বালানি খরচ, নীতিগত অনিশ্চয়তা ও বাড়তি করের চাপে ব্যবসায়ীরা ঋণ নিতে অনাগ্রহী, পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তানের প্রকাশিত তথ্য উদ্ধৃত করে দৈনিক দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথম সাত মাসে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণগ্রহণ ৩৯ শতাংশ কমে ৬৬৬ বিলিয়ন টাকায় নেমে এসেছে। গত বছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ১,০৮৭ বিলিয়ন টাকা।

এমন পতন ঘটেছে নীতিগত সুদের হার এক বছরের মধ্যে ২২ শতাংশ থেকে কমে ১০.৫ শতাংশে নামার পরেও।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদি সুদের হারই মূল নির্ধারক হতো, তাহলে ঋণগ্রহণ বাড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ভেঙে পড়েছে। এই বৈপরীত্য গভীর কাঠামোগত দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুদের হার ব্যবসার একমাত্র খরচ নয়। পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্র এখনও অত্যধিক বিদ্যুৎ শুল্ক, অনিয়মিত গ্যাস সরবরাহ, বাড়তি পরিবহণ ব্যয়, নীতিগত অস্থিরতা এবং অতিরিক্ত কর কাঠামোর চাপে জর্জরিত। বিদ্যুতের দাম প্রতিযোগিতামূলক না হলে, কাঁচামাল আমদানিতে বিলম্ব হলে এবং মাঝপথে নীতি পরিবর্তিত হলে এক অঙ্কের সুদের হারও অকার্যকর ব্যবসাকে লাভজনক করতে পারে না।

এছাড়া, যখন বাজারে চাহিদাই দুর্বল, তখন আর্থিক শিথিলতা (মুদ্রানীতি সহজীকরণ) তেমন কার্যকর হয় না। ক্রয়ক্ষমতা চাপে এবং রফতানিতে প্রতিযোগিতার অভাব থাকায় ব্যবসায়ীরা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে আগ্রহী নন। বাজার যদি লাভজনকভাবে অতিরিক্ত উৎপাদন শোষণ করতে না পারে, তবে ঋণ নিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর যৌক্তিকতা থাকে না।

প্রতিবেদন আরও জানায়, বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত শুধু বর্তমান সুদের হারের ওপর নির্ভর করে না, ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও গুরুত্বপূর্ণ। আকস্মিক কর আরোপ, নীতির হঠাৎ পরিবর্তন এবং বিনিময় হার অস্থিরতার আশঙ্কায় অনেক সংস্থা ঋণ কমানো, নগদ সংরক্ষণ বা সম্প্রসারণ স্থগিত রাখাকেই নিরাপদ মনে করছে।

সরকার সম্প্রতি রফতানিকারক ও শিল্পক্ষেত্রের জন্য একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যা আগামী মাসগুলিতে ঋণগ্রহণে কিছুটা সহায়তা করতে পারে। তবে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, বিচ্ছিন্ন প্রণোদনা দীর্ঘমেয়াদি সুসংহত অর্থনৈতিক কৌশলের বিকল্প হতে পারে না। পাকিস্তানের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, স্বল্পমেয়াদি উদ্দীপনা সাময়িক স্বস্তি দিলেও টেকসই প্রবৃদ্ধি আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

বুধবার আগরতলায় বিকাশ ভারতের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

নেহরু-গান্ধী পরিবারকে কড়া আক্রমণ, রাহুল 'নেগেটিভ পলিটিক্সের পোস্টার বয়': বিজেপি সভাপতি

পাটনা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কংগ্রেস এবং নেহরু-গান্ধী পরিবারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। বুধবার পাটনায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, নেহরু-গান্ধী পরিবার দীর্ঘদিন ধরে দেশের স্বার্থের সঙ্গে আপস করে নিজেদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-কে তিনি 'নেগেটিভ পলিটিক্সের পোস্টার বয়' বলে কটাক্ষ করেন।

নবীন দাবি করেন, ''আমি আপনাদের সামনে নেহরু-গান্ধী পরিবারের আপসের কাহিনি তুলে ধরছিকীভাবে তাঁরা দেশের মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। এমনও সময় ছিল, যখন জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'দেশের ৪৫ কোটি মানুষ আমার দায়'।''

তিনি বলেন, একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখে এ ধরনের মন্তব্য জনগণের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, নেহরুর আমলে বিদেশি শক্তির সঙ্গে গোপন সম্পর্ক ছিল। তাঁর দাবি, ১৯৫৪ সালে তিব্বত সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের অধিকার চীনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল কোনও বাস্তব সুফল ছাড়াই। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী-র প্রসঙ্গ তুলে নবীন বলেন, বোফর্স কেলেঙ্কারির সময় সুইডিশ তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছিল এক বন্ধুকে রক্ষা করতে। ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, হাজারো মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে সরকারি বিমানে করে দেশ ছাড়তে দেওয়া হয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে সোনিয়া গান্ধী কার্যত 'সুপার প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে কাজ করেছেন বলেও দাবি করেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের মাধ্যমে সমান্তরাল সরকার চালানো হত এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে প্রভাব খাটানো হত। এ সময় রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন চীন সরকার এবং জর্জ সোরোসের নেটওয়ার্ক থেকে অনুদান পেয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন। রাহুল গান্ধীর বিদেশ সফর নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নবীন। তাঁর দাবি, রাহুল ২৪৭টিরও বেশি বিদেশ সফর করেছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা সংস্থাকে জানানো হয়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিদেশি শক্তির ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন রাহুল গান্ধী। বিজেপি সভাপতির কথায়, ''সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর আপসের রাজনীতির প্রভাব যুবসমাজের উপর পড়ছে। ইতিবাচক মানসিকতার যুবকদের ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে। দেশের মানুষ তাঁদের এই আপসের রাজনীতি বুঝে গিয়েছে এবং সময় এলে জবাব দেবে।''তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি জাতীয় স্বার্থের বিরোধী চুক্তি করতেই থাকে, তবে দেশের মানুষই তার যথাযথ জবাব দেবে।

কষ্টার্জিত টাকায় হাত নিশিকুটুম্বের, জানালার রড কেটে চুরি ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা শহরের ভাটি অভয়নগর এলাকার এলবার্ট ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিশিকুটুম্বের একটি দল ঘরে ঢুকে নগদ ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, ঘটনার সময় বাড়ির সদস্যরা বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা বাড়ির জানালার রড কেটে ভিতরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে আলমারি ও অন্যান্য আসবাব তছনছ করে নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় তারা। ফিরে এসে পরিবারের সদস্যরা ঘরের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। আলমারির লকার ভাঙা এবং ঘর এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান তারা।

পরিবারের অভিযোগ, কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের টাকা চুরি হয়ে যাওয়ায় তারা কার্যত সর্বশান্ত হয়ে পড়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এলাকায় পরপর চুরির ঘটনায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশের টহলদারি জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের কাজে দুষ্কৃতীদের বাঁধা, এয়ারপোর্ট থানায় মামলা বিধায়ক নয়ন সরকারের

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: বামুটিয়া বিধানসভা এলাকায় বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের কাজে দুষ্কৃতিকারীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ চার জনের বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করলেন বিধায়ক নয়ন সরকার।

বিধায়ক জানিয়েছেন, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প- এর অধীনে নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি স্ট্রিটলাইট অনুমোদিত হয়। সেই অনুযায়ী গত ২০ ফেব্রুয়ারি ঠিকাদারের নিযুক্ত শ্রমিকরা কাজ শুরু করেন। নবগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চিন্তাহরণ দেবনাথ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পিছনে অবস্থিত একটি ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামে প্রথম স্ট্রিটলাইটটি স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় সফলভাবে স্থাপন করা হয়।

তাঁর অভিযোগ, দ্বিতীয় স্ট্রিটলাইট বসানোর কাজ চলাকালীন কয়েকজন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে এসে জোরপূর্বক কাজ বন্ধ করে দেন। উত্তর রামনগরের বাসিন্দা বিকাশ দাস, উৎপল দাস, করণ ভট্টাচার্য এবং তাপস চৌধুরী নামে চারজন ওই কাজে বাধা দেন। বিধায়কের দাবি, অভিযুক্তরা শুধু কাজ বন্ধই করেননি, বরং ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রিটলাইটটি খুলে ফেলার জন্য ঠিকাদারকে চাপ সৃষ্টি করেন এবং ভবিষ্যতে ওই এলাকায় বিধায়ক তহবিলের অধীনে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেন।

তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট এলাকা রাতের বেলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। জননিরাপত্তা ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে স্ট্রিটলাইট স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এ ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা প্রদান, জনসম্পত্তির ক্ষতি বা অপসারণের চেষ্টা এবং ফৌজদারি ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেন।

বঙ্গ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন: পকেটভিত্তিক ইস্যুতেই জোর বিজেপির, উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা মিনি-ইস্তাহারের ভাবনা

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইস্তাহার তৈরিতে পকেটভিত্তিক সূক্ষ্ম ইস্যুগুলিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের আলাদা চাহিদা ও সমস্যাকে সামনে রেখেই খসড়া ইস্তাহার চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

দলের এক রাজ্য কমিটির সদস্য জানান, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছু বৃহত্তর ইস্যু সারা রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হলেও, বিভিন্ন অঞ্চল বা 'পকেট'-ভিত্তিক বিশেষ সমস্যা রয়েছে। ''এবার আমাদের লক্ষ্য সেই সূক্ষ্ম পকেটভিত্তিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে ইস্তাহারে তার নির্দিষ্ট সমাধানের রূপরেখা তুলে ধরা,'' বলেন তিনি।

একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও মালদহনিয়ে আলাদা একটি মিনি-ইস্তাহার প্রকাশের ভাবনাও রয়েছে।

রাজ্যজুড়ে সাধারণ ইস্যু নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইস্তাহার তো থাকবেই, তবে উত্তরবঙ্গের বিশেষ দাবি ও প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে পৃথক নথি আনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান ওই নেতা।

বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদলের চিফ হুইপ ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রয়োজন, দাবি ও আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই এই পরিকল্পনা। তিনি জানান, দল 'সংকল্প পত্র পরামর্শ যাত্রা' কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ড্রপ বক্স বসিয়ে মানুষের মতামত সংগ্রহ করছে। উত্তরবঙ্গের ড্রপ বক্সে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতেই আলাদা উত্তরবঙ্গ-কেন্দ্রিক ইস্তাহারের চিন্তাভাবনা।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই কৌশলের পেছনে নির্বাচনী বাস্তবতাও কাজ করছে।

দক্ষিণবঙ্গে যেখানে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে এগিয়ে, সেখানে উত্তরবঙ্গে বিজেপির শক্ত অবস্থান রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে ৩০টিতে জয় পেয়েছিল বিজেপি। সেই প্রাধান্য বজায় রাখা ২০২৬ নির্বাচনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির।

পর্যবেক্ষকদের মতে, উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক ইস্তাহার আনার উদ্যোগ বিজেপির নির্বাচনী কৌশলেরই অংশ, যাতে আঞ্চলিক ইস্যুগুলিকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানো যায়।

সীমাঞ্চলে সীমান্ত নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে তিন দিনের বিহার সফরে অমিত শাহ, স্বাগত জানালেন এনডিএ নেতারা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সীমান্ত নিরাপত্তা, প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনায় বুধবার থেকে তিন দিনের বিহার সফর শুরু করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সফরের মূল ফোকাস থাকবে সীমাঞ্চল অঞ্চল, যা নেপাল ও বাংলাদেশের সন্নিকটে অবস্থিত।

সফর প্রসঙ্গে বিহারের মন্ত্রী অশোক চৌধুরী বলেন, ''নেপাল থেকে মাদক পাচারকারীরা সক্রিয় হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাই সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিনি আসছেন। আমাদের সম্পদ আমাদের দেশের মানুষের জন্য।''

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার বিকেল প্রায় ৪টায় পূর্ণিয়ায় পৌঁছবেন। সেখান থেকে তিনি কিশনগঞ্জে গিয়ে কালেক্টরেটে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। বিশেষ করে ভারত-নেপাল সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনায় গুরুত্ব পাবে।

নীরজ কুমার, জেডিইউ-র মুখপাত্র, সফরের উন্নয়নমূলক দিক তুলে ধরে বলেন, ''সীমাঞ্চল অঞ্চলে এ.পি.জে. আবদুল কালামের নামে কৃষি কলেজ, পূর্ণিয়ার বিমানবন্দর, ওয়াকফ সম্পত্তির উন্নয়নসহ একাধিক প্রকল্প রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির পর্যালোচনার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।''

এলজেপি বিধায়ক রাজু তিওয়ারি বলেন, ''স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়মিত সীমাঞ্চল সফর করেন। এটি প্রমাণ করে যে সরকার এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ।''

আরআরএলএম বিধায়ক মাধব আনন্দ বলেন, ''বিহারের মানুষের বিষয়ে অমিত শাহ সবসময়ই উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি তিনি এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে পর্যালোচনা করেন। এই তিন দিনের সফর তারই অংশ।''

২৬ ফেব্রুয়ারি শাহ আরারিয়ায় যাবেন এবং লেট্টি সীমান্ত চৌকিতে একটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম'-এর আওতায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হবে। ২৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ণিয়ায় আরও কয়েকটি বৈঠকের পর তিনি নয়াদিল্লি ফিরবেন। সফরকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অসমে বহু নতুন মুখকে প্রার্থী করবে বিজেপি: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন মুখকে প্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি। বুধবার এ কথা জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর দাবি, রাজ্যের অধিকাংশ আসনেই বিজেপি অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কমপক্ষে ১০৩টি বিধানসভা আসনে বিজেপির অবস্থান খুবই মজবুত।'' তিনি জানান, বর্তমানে দলের ৬৩ জন বিধায়ক রয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে এ বার প্রায় ৪০ জন নতুন মুখকে প্রার্থী করা স্বাভাবিক বলেই মন্তব্য করেন তিনি।

''আমাদের ৬৩ জন বিধায়ক আছেন, তাই প্রায় ৪০টি নতুন মুখ বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন,'' বলেন শর্মা। তাঁর কথায়, নতুন প্রার্থী দেওয়ার কৌশলের মাধ্যমে দল নবীকরণ এবং বিস্তৃত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে চায়।

পাঞ্জাবে অস্থিরতা তৈরির নতুন চেষ্টা? সীমান্তে পুলিশ খুনে 'কৌশলগত উসকানি'র আশঙ্কা গোয়েন্দাদের

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পাঞ্জাবকে অস্থিতিশীল করতে নতুন করে 'কৌশলগত উসকানি'র চেষ্টা চলছে বলে আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সম্প্রতি গুরদাসপুরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের একটি বর্ডার আউটপোস্টে দুই পুলিশকর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনার দায় স্বীকার করেছে 'তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্তান' (টিটিএইচ) নামে একটি অল্পপরিচিত সংগঠন। এর জেরে তদন্তে নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারি গুরদাসপুরের সীমান্ত চৌকিতে ডিউটিতে থাকা পাঞ্জাব পুলিশের সহকারী উপ-পরিদর্শক গুরনাম সিং ও হোমগার্ড সদস্য অশোক কুমারকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পাঞ্জাব পুলিশ।

টিটিএইচ নামে সংগঠনটির নাম শোনালেও পাকিস্তানের তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে সরাসরি যোগের প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি এক গোয়েন্দা আধিকারিকের। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) ও টিটিপি-র সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে দেখলে, সরাসরি টিটিপি-র মাধ্যমে এমন হামলা পরিচালনার সম্ভাবনা কম। তবে গোয়েন্দাদের মতে, আইএসআই পাঞ্জাবে খালিস্তান আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় খালিস্তানি জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যা আইএসআই-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলির ওপর চাপ বাড়িয়েছে। এক আধিকারিকের দাবি, তথাকথিত টিটিএইচ আসলে পাকিস্তান-সমর্থিত কোনও জঙ্গি সংগঠনের 'প্রক্সি' হতে পারে। গুরদাসপুর হামলার পিছনে খালিস্তান-ঘনিষ্ঠ কোনও গোষ্ঠী বা গ্যাংস্টার-জঙ্গি যোগসাজশের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ধরনের নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত একাধিক মামলা বর্তমানে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-র তদন্তাধীন।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অজনালা, নওয়ানশহর, মাজিথা, বাটালা, অমৃতসর ও গুরদাসপুরে পুলিশ স্টেশন ও নিরাপত্তা স্থাপনাকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরক হামলার ঘটনা ঘটেছে। গোয়েন্দাদের মতে, এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং একটি বৃহত্তর ছকের অংশ হতে পারে।

তদন্তকারীদের ধারণা, হামলাটি সুপরিকল্পিত। সাধারণত ওই চৌকিতে দুই পাঞ্জাব পুলিশ ও দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) জওয়ান মোতায়েন থাকেন। ঘটনার দিন বিএসএফ সদস্যরা অমৃতসরের কাছে একটি বিভাগীয় অনুষ্ঠানে থাকায় চৌকিতে ছিলেন না। হামলাকারীরা এই তথ্য জানত এবং চৌকিতে সিসিটিভি না থাকার সুযোগ নেয় বলেও মনে করা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রের আরও দাবি, আইএসআই ড্রোনের মাধ্যমে পাঞ্জাবে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদক পাঠানোর কৌশল আরও পরিশীলিত করেছে। ড্রোন অনুপ্রবেশের হার বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

যদিও টিটিএইচ হামলার দায় স্বীকার করেছে, পাঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়নি। চোরাচালান, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস ও ব্যক্তিগত শত্রুতাসহ সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে 'গ্লোবাল রিসেট'-এর দাবি ট্রাম্পের, অর্থনৈতিক উত্থানের জোরালো বার্তা

ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মার্কিন কংগ্রেসের হাউস চেম্বারে ''ইউএসএ, ইউএসএ'' স্লোগানের মধ্যে প্রবেশ করে স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে 'গ্লোবাল রিসেট'-এর দাবি তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার রাতের ভাষণে তিনি তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদকে ''জাতীয় পুনরুদ্ধার অভিযান'' হিসেবে তুলে ধরেন এবং বিরোধীদের অগ্রগতির প্রধান বাধা বলে আখ্যা দেন।

হাউস স্পিকার মাইক জনসন-এর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্স-কে পাশে নিয়ে ট্রাম্প বলেন, ''আমাদের দেশ ফিরে এসেছেআগের চেয়ে বড়, ভালো, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী।'' তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বর্ষপূর্তির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''এখনও কিছুই দেখেননি, আমরা আরও ভালো করব।''

অভিবাসন ইস্যুতে তিনি কড়া সুরে বলেন, ''আমেরিকান সরকারের প্রথম দায়িত্ব আমেরিকান নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া, অবৈধ অভিবাসীদের নয়।'' ডেমোক্র্যাটদের উদ্দেশে তিনি মন্তব্য করেন, ''আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত।'' তাঁর দাবি, গত নয় মাসে ''একজনও অবৈধ অভিবাসীকে'' যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, যদিও বৈধ অভিবাসন অব্যাহত থাকবে।

অর্থনৈতিক নীতির কেন্দ্রে ছিল করছাড় ও শুল্কনীতি। ট্রাম্প বলেন, তাঁর আরোপিত শুল্ক থেকে ''শত শত বিলিয়ন ডলার'' রাজস্ব এসেছে এবং তা জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছে। সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়ের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, এই ''দেশরক্ষাকারী'' শুল্কনীতি বহাল থাকবে এবং তা ভবিষ্যতে আয়কর ব্যবস্থার বড় অংশ প্রতিস্থাপন করতে পারে।

ভাষণে ব্যক্তিগত উদাহরণও তুলে ধরেন ট্রাম্প। করছাড়ের সুবিধাভোগী হিসেবে মেগান হেমহাউজার, আইভিএফ রোগী ক্যাথরিন রেইনার এবং আবাসন নীতির প্রসঙ্গে র্যাচেল উইগিন্সের কথা উল্লেখ করেন। খেলাধুলার প্রসঙ্গে তিনি অলিম্পিক হকি দলের গোলরক্ষক কনর হেলিবাককে প্রশংসা করে তাঁকে প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম দেওয়ার ঘোষণা করেন। তবে ভাষণের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ ছিল সোমালি সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। তিনি অভিযোগ করেন, ''সোমালি সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার করদাতাদের অর্থ আত্মসাৎ করেছে।'' পাশাপাশি অবাধ অভিবাসনের সমালোচনা করে বলেন, এতে ''দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলার অবক্ষয়'' বাড়ে।

আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে তিনি 'ডালিলাহ আইন' পাসের আহ্বান জানান, যা অবৈধ অভিবাসীদের বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করবে। নিউ ইয়র্কের মেয়রকে কটাক্ষ করে তাঁকে ''নতুন কমিউনিস্ট মেয়র'' বললেও পরে রসিকতা করে বলেন, ''আসলে উনি ভালো মানুষ।''

বিদেশনীতি প্রসঙ্গে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি ''আটটি যুদ্ধ শেষ করেছেন'', যার মধ্যে কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড, কসোভো-সার্বিয়া এবং ভারত-পাকিস্তানের সম্ভাব্য সংঘাতের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি ন্যাটো দেশগুলি জিডিপির ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয় করতে সম্মত হয়েছে বলেও দাবি করেন এবং বলেন, ''ইউক্রেনে যা পাঠাই, ন্যাটোর মাধ্যমে পাঠাই এবং তারা পুরো মূল্য দেয়।''

এছাড়া মাদক পাচার দমনে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়ে তিনি মেক্সিকান কার্টেলকে ''বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন'' হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বলেন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারের দাবি করে তিনি বলেন, তাঁর ''শাসনের অবসান'' ঘটেছেযদিও এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে নিশ্চিতকরণ মেলেনি।

সব মিলিয়ে ট্রাম্পের স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণ ছিল আত্মপ্রশংসা, রাজনৈতিক আক্রমণ ও নাটকীয় ঘোষণার মিশেলে এক উচ্চকণ্ঠ বার্তা, যেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি নতুন 'সোনালি যুগ'-এর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ওড়িশায় খনি দফতরের আধিকারিকের বাড়ি থেকে ৪ কোটিরও বেশি নগদ উদ্ধার

ভুবনেশ্বর, ২৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ওড়িশা ভিজিল্যান্স দফতরের ইতিহাসে সর্বাধিক নগদ উদ্ধারের ঘটনা সামনে এল। বুধবার ভুবনেশ্বরে খনি দফতরের উপ-পরিচালক (কটক সার্কেল) দেবব্রত মহান্তির ফ্ল্যাট থেকে ৪ কোটিরও বেশি নগদ উদ্ধার করেছেন দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা।

অভিযুক্ত দেবব্রত মহান্তিকে মঙ্গলবার রাতে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, এক লাইসেন্সপ্রাপ্ত কয়লা ব্যবসায়ীর ডিপো নির্বিঘ্নে চালানো ও কয়লা পরিবহনের অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি এই ঘুষ নেন।

গ্রেফতারের পর ওড়িশা ভিজিল্যান্স বিভাগ একযোগে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায়। ভুবনেশ্বরের পাটিয়ার শ্রী বিহার এলাকায় তাঁর আবাসিক ফ্ল্যাট, ভদ্রকের মাথাসাহিতে পৈতৃক বাড়ি এবং কটকে তাঁর দফতর কক্ষে তল্লাশি হয়। উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তি (ডিএ) সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা।

তল্লাশির সময় ভুবনেশ্বরের ফ্ল্যাট থেকে ট্রলি ব্যাগ ও আলমারিতে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৪ কোটিরও বেশি নগদ উদ্ধার হয়। সঠিক পরিমাণ নির্ধারণে টাকার গণনা প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এছাড়া তাঁর দফতরের ড্রয়ার ও ব্যক্তিগত হেফাজত থেকে ১.২০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য দাবিপত্র
নং IV, তফসিল V, আইন V ১৮৯৮
(ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ধারা ৮৪, ২০২৩)
বিশেষ এনআইএ মামলা নং ০১/২০২৪
আরসি -০১/২০২৩/ এনআইএ - জিইউডাব্লিউ

যেহেতু, আমার নিকট এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে রাবিউল হাসান @ রবিয়ুল হাসান, পিতা নূরুল হক ঌ নূরুল হক, বাসিন্দাওয়ার্ড নং ২৬, পি.ও.—বিবেকানন্দ রোড, বসুন্ধরা লেন, ওয়ার্ড নং—২৬, পি.ও.—বিবেকানন্দ রোড, চিবিটাবিচিয়া পার্ট—IX, কাছাড়, আসাম—৭৮৮০০৭, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি, ১২১এ, ১৫৩(এ), ১৫৩বি, ৪৬৫, ৪৭১, ২৯৫এ, ১০৯, ৩৭০ ধারাসমূহ এবং পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭-এর ধারা ১২(১)(ক), ১২(১এ)(ক), ১২(২) ও ইউএ(পি) আইন-এর ধারা ১৭, ১৮ ও ১৮বি অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করেছেন (অথবা সংঘটনের সন্দেহভাজন)।

এবং উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে গিয়ে তা ফেরত এসেছে এই মর্মে যে উক্ত রাবিউল হাসান ঌ রবিয়ুল হাসান, পিতা নূরুল হক ঌ নূরুল হককে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য প্রতীয়মান হয়েছে যে উক্ত রাবিউল হাসান ঌ রবিয়ুল হাসান গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর হওয়া এড়াতে পলাতক রয়েছেন (অথবা আত্মগোপন করে আছেন)।

অতএব এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে উক্ত রাবিউল হাসান ঌ রবিয়ুল হাসান, পিতা নূরুল হক ঌ নূরুল হক, বাসিন্দাওয়ার্ড নং ২৬, পি.ও.—বিবেকানন্দ রোড, বসুন্ধরা লেন, চিবিটাবিচিয়া পার্ট—IX, কাছাড়, আসাম—৭৮৮০০৭-কে অভিযোগের জবাবদিহির জন্য আসাম, গুয়াহাটি অবস্থিত বিশেষ বিচারক, এনআইএ আদালতে ২০২৬ সালের মার্চ মাসের উক্ত তারিখে সকাল ১০:০০ টায় উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

তারিখ: ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬।

স্পেশাল জজ (এনআইএ)
cbc 19133/11/0065/2526 আসাম , গোয়াহাটি

বুধবার আগরতলায় বিএমএসের উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

বিলোনীয়া পশু হাসপাতাল প্রাঙ্গনে দক্ষিণ জেলা ভেটেনারি মেডিসিন ষ্টোরের শুভ উদ্ভোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি: বিলোনীয়া পশু হাসপাতাল প্রাঙ্গনে দক্ষিণ জেলা ভেটেনারি মেডিসিন ষ্টোরের শুভ উদ্ভোধন। বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফলক উন্মোচন করে মেডিসিন ষ্টোরের উদ্ভোধন করেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, এছাড়া ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি, সহ পুরপরিষদের কাউন্সিলরগন।

উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন সরকার পশু পালক দের উন্নয়নের স্বার্থে সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখছেন।পশুপালক দের পাশাপাশিমৎস্য চাষীদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে চলছে।সরকারের বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে এগুলো কে কাজে লাগিয়ে নিজেকে স্বাবলম্বী করার কথা উপস্থিত অতিথিরা তাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিস্তারিতভাবে বলেন।

আগামী দিন দক্ষিণ জেলার পশুপালকরা যাতে মাছ,মাংস, ডিম, উৎপাদনে, নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান রাখেন। এছাড়াও কৃষি সন্মান নিধির মত পশু সন্মান নিধি প্রকল্প চালু হয়েছে সেটার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আবেদন রাখেন সভাধিপতি দীপক দত্ত। এই ভেটেনারি স্টোর তৈরিতে খরচ হয় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বলে জানায় দপ্তরের আধিকারিক সুবির দাস। আরও জানান আগামী মার্চ মাসের মধ্যে কোল্ড স্টোরেজদের ব্যবস্থা হবে এবং সঙ্গে জেনারেটরের ব্যবস্থাও থাকবে।

রাস্তা মেরামতের ধীরগতি ও ধুলাবালিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারী: রাস্তা সংস্কারের কাজে অস্বাভাবিক ধীরগতি এবং অতিরিক্ত ধুলাবালির জেরে চরম ভোগান্তির অভিযোগ তুলে অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ সোনামুড়া উরমাই থেকে কলমখেত ভায়া ইন্দিরা নগর মূল সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার কাজ চললেও তা এগোচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। অধিকাংশ জায়গায় রাস্তা খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে, কিন্তু পাকা কাজ সম্পূর্ণ করা হয়নি।

ফলে সামান্য যান চলাচল হলেই ধুলোর ঝড় উঠছে। এতে স্কুলপড়ুয়া, অফিসযাত্রী, ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

জলসেচের অভাবে সোনামুড়ার রাঙ্গামাটিয়া ও খেদাবাড়ীতে ব্যাহত কৃষি উৎপাদন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি: জলসেচের অভাবে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে সোনামুড়া বিধানসভা এলাকার রাঙ্গামাটিয়া ও খেদাবাড়ী গ্রামে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা গুরুতর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জলসেচের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় ২০০ কানি জমিতে এ বছর ধান ও সবজি চাষ করা সম্ভব হয়নি। এতে কৃষকদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে এবং অনেকেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

খবর পেয়ে অল ইন্ডিয়া কিষান সভার সোনামুড়া মহকুমা কমিটির একটি প্রতিনিধি দল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিজমি পরিদর্শনে যায় এবং কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেয়। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা কমিটির সভাপতি রতন দাস, সহ-সম্পাদক কে মিজান মিঞা, জেলা নেতা আবুল কাসেম, কমরেড মনির হোসেন, মহকুমা নেতৃত্ব অনিরুদ্ধ দাসগুপ্তসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পরিদর্শন শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবিলম্বে এলাকায় জলসেচের স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে কৃষি উৎপাদন আরও বিপর্যস্ত হবে। এলাকার কৃষকরাও সরকার ও প্রশাসনের কাছে দ্রুত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

এখন দেখার, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং কবে নাগাদ সমস্যার সমাধান হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

টেক ওয়ান লাইভ — সঙ্গে সাত্যকি': লোকসংগীতের আবহে বিশেষ আয়োজন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: হারিয়ে যেতে বসা মাটির সুরকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে 'টিআই প্রোডাকশন'। এই উপলক্ষে আজ দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ ধর্মনগরের প্রবীণাঙ্গনে এক সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক বৈঠকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনিক প্রতীক রায় জানান, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবর্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ অনুষ্ঠান "টেক ওয়ান লাইভ — সঙ্গে সাত্যকি"।তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ব্যান্ডসংগীতের আধিক্য ও বাণিজ্যিক প্রভাবের ভিড়ে বাংলা লোকসংগীতের আদি সুর ও ঐতিহ্য অনেকটাই আড়ালে চলে যাচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ এবং বাংলার শিকড়ের সুরকে বিশুদ্ধ ও আকর্ষণীয় রূপে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্থায়ী নিয়োগ ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে খোয়াইয়ে সিভিল ডিফেন্স ইন্সট্রাক্টরদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই ২৫ ফেব্রুয়ারি: স্থায়ী কর্মসংস্থান, ন্যায্য ভাতা ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে একজোট হলেন খোয়াই জেলার সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার ইন্সট্রাক্টররা। মঙ্গলবার জেলার সমস্ত ইন্সট্রাক্টর একত্রিত হয়ে জেলা শাসক ও কালেক্টরের দপ্তরে ছয় দফা দাবিপত্র জমা দেন।

দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা দিয়ে আসা এই কর্মীদের অভিযোগ, অনিশ্চিত কর্মসংস্থান ও অপ্রতুল পারিশ্রমিকের কারণে তাঁদের সংসার চালাতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জেলা শাসকের কাছে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে প্রথমেই স্থায়ী নিয়োগের দাবি তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী সিভিল ডিফেন্স ইন্সট্রাক্টরদের দ্রুত নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ন্যূনতম ২০ থেকে ২৫ দিন কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। দাবিপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, টানা চার বছর সফলভাবে দায়িত্ব পালনকারী ইন্সট্রাক্টরদের সিভিল ডিফেন্স ওয়ার্ডেন প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। দৈনিক সম্মানী বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সময়ও দৈনিক ভাতা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া কর্মরত ভলেন্টিয়ারদের জন্য একটি উপযুক্ত বীমা প্রকল্প চালুর প্রস্তাবও স্মারকলিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইন্সট্রাক্টরদের একাংশের বক্তব্য, দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কাজ করার পরও স্থায়ী স্বীকৃতি ও ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেকেই আর্থিক চাপে দিন কাটাচ্ছেন বলে তাঁদের দাবি।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দাবিগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য, জেলার বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা, সচেতনতা কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমে সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়াররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁদের দাবি, দায়িত্বের গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা ও প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করা হোক। এখন দেখার, প্রশাসনিক স্তরে কত দ্রুত এই দাবিগুলির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

সারের বণ্টনে দলবাজির অভিযোগে সিঙ্গিছড়া—বেলতলী কৃষি অফিসের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ ফেব্রুয়ারি: প্রকৃত কৃষকদের বঞ্চিত রেখে সারের বণ্টনে দলবাজির অভিযোগ তুলে সিঙ্গিছড়া—বেলতলী কৃষি অফিসের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল অল ইন্ডিয়া কিষান সভার খোয়াই বিভাগীয় কমিটি।

বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কৃষি অফিসের সামনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন কৃষক সভার খোয়াই জেলা সম্পাদক মনোজ দাস, মহকুমা সম্পাদক কানন দত্ত, অঞ্চল সম্পাদক বাদল সবরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রকৃত কৃষকদের প্রাপ্য সার না দিয়ে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সার বিতরণ করা হচ্ছে। এতে সাধারণ কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

সংগঠনের দাবি, অবিলম্বে স্বচ্ছ ও ন্যায্য পদ্ধতিতে সার বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষক সভার নেতারা আরও অভিযোগ করেন, দুপুর ১২টা পেরিয়ে গেলেও কৃষি অফিসে কোনও কর্মী উপস্থিত ছিলেন না এবং অফিস তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা কৃষকদের খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকদের স্বার্থে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

বর্তমান সরকার জনজাতিদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে: জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তর ও খোয়াই জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের সহযোগিতায় আজ সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত চাকমাঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন স্থানে ১৪ দিনব্যাপী হাতকরঘা মেলা ও রাজ্যভিত্তিক হ্যান্ডলুম এক্সপোর উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ, হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় এবং সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, তাঁতশিল্প পরিষেবা কেন্দ্রের উপ-অধিকর্তা অর্ণব চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ধনঞ্জয় দাস ও ওয়াথারাই মলসম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য রণজিৎ সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা অজিত শুক্লদাস। তিনি জানান, এবারের মেলায় মোট ৬০টি স্টল খোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতিদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি খোয়াই জেলাকে রাজ্যের অন্যতম প্রগতিশীল জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন। তিনি জানান, তেলিয়ামুড়া মহকুমায় শীঘ্রই হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের জেলা কার্যালয় চালু করা হবে।

খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই মেলার মাধ্যমে হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পীদের পণ্য বিক্রির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের আয় বাড়বে। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ বিভিন্ন রাজ্যের হস্ততাঁতে তৈরি বস্ত্র ও সামগ্রী ক্রয়ের সুযোগ পাবেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের মাধ্যমে আয়ের নতুন দিশা উন্মোচন করেছে, যা পূর্বে এভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণও বক্তব্য রাখেন এবং মেলার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা থেকে আগত শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

উত্তর ব্রহ্মছড়ায় রাস্তা নির্মাণ ঘিরে ইট চুরির অভিযোগ, রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি: লিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর ব্রহ্মছড়া এলাকায় রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে ইট চুরির অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগের তির উঠেছে সিপিআইএম-এর এক প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের দিকে।

তেলিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর ব্রহ্মছড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরেই একটি পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসী। কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলে বর্ষাকালে কাদা ও গর্তে ভরা রাস্তা পেরিয়ে বাজারে কৃষিপণ্য নিয়ে যেতে চাষিদের নাজেহাল হতে হতো। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদেরও প্রতিদিন যাতায়াতে ভোগান্তির শিকার হতে হতো।

স্থানীয়দের দাবি, পূর্ববর্তী বাম আমলে একাধিকবার আবেদন জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। পরবর্তীতে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর ওই রাস্তা নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। আমবাসার এক ঠিকাদার কাজের দায়িত্ব পান এবং কয়েক মাস আগে নির্মাণকাজ শুরু হয়।

কিন্তু কাজ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই সামনে আসে নির্মাণসামগ্রী, বিশেষ করে ইট চুরির অভিযোগ। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারের দাবি, হিসাব মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ইটের ঘাটতি ধরা পড়ে। অনুসন্ধানে জানা যায়, চুরি হওয়া ইট স্থানীয় এক প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জু দাসের বাড়িতে মজুত রয়েছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগের ভিত্তিতে ঠিকাদার বাড়িতে গিয়ে ইটের সন্ধান পান বলে দাবি করেন। যদিও অভিযুক্ত সঞ্জু দাস ও তাঁর স্বামী প্রদীপ দাসের বক্তব্য, তাঁদের নাবালক ছেলে বাইরে থেকে ইটগুলি নিয়ে এসেছে। তবে কীভাবে এবং কোথা থেকে ইট আনা হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিষয়টি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদার সম্রাট রায় তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। যদিও ঠিকাদারের দাবি, পুলিশ পৌঁছানোর আগেই বাড়ি থেকে ইট সরিয়ে ফেলা হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের প্রশ্ন, সরকারি নির্মাণসামগ্রী কীভাবে একজন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির বাড়িতে পৌঁছল? অন্যদিকে অভিযুক্ত পক্ষের দাবি, তাঁদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এলাকাবাসীরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি রাস্তা নির্মাণের মতো জনস্বার্থমূলক প্রকল্প যাতে বিতর্কের জেরে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়েও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখন দেখার, তদন্তে কী উঠে আসে এবং অভিযোগের সত্যতা কতটা প্রমাণিত হয়।

আগরতলায় শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ মন্দিরের ৩৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও পাদুকা উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২৫ ফেব্রুয়ারি: ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বুধবার আগরতলায় ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ মন্দিরে ৩৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বাৎসরিক পাদুকা উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়।

১২ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বনমালীপুর লোকনাথ আশ্রম প্রাঙ্গণে দিনভর বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য ভক্ত এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, আরতি ও নামসংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। পরে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শান্তিপূর্ণ ও ভক্তিময় পরিবেশে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছরই এই দিনটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করা হয় এবং আগামী দিনেও এই ঐতিহ্য বজায় রাখা হবে।

গত বছর রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ যে পোশাক পরে সেটা একটা অলংকার। ঈশ্বর আপনাদের এই পোশাক পরার জন্য আশীর্বাদ করেছেন। আপনারা যখনই এই পোশাকটি পরেন আপনারা একজন ভিন্ন মানুষ। আজ ত্রিপুরা পুলিশ ১৫০ বছর পূর্ণ করেছে এবং ভারতের প্রাচীনতম পুলিশ বাহিনীগুলির মধ্যে এটি একটি। ত্রিপুরা পুলিশ ১২ জানুয়ারী ২০১২তে প্রেসিডেন্টস কালার্স সম্মান পায়। সমগ্র দেশ ত্রিপুরা পুলিশ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত রয়েছে। আর অপরাধীরাও এখন বিভিন্ন উপায় এবং কৌশল ব্যবহার করছে। তাই আমাদেরও পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। যা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এক্ষেত্রে কিভাবে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য আমি ফাইল পেয়েছি। এর জন্য, আপনারা কাজ করবেন এবং আমরা যা যা প্রয়োজন তা করব।

ডাঃ সাহা, যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও, জানিয়েছেন যে গত ২০ বছরের তুলনায় সামগ্রিক অপরাধের হার ২০২৫ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তিনি জানান, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে অপরাধের হার ৮.২০% কমেছে। ২০২৪ সালে মোট ৪, ০৩৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ২০২৫ সালে এটি ৩, ৬৯৮টি। ২০২৪ সালের তুলনায় সম্পত্তি-সম্পর্কিত অপরাধ ২০২৫ সালে প্রায় ১৬% কমেছে। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে শারীরিক অপরাধ প্রায় ১৪.৫৪% কমেছে। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। নারী সংক্রান্ত অপরাধ গত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালে ৮.১% হ্রাস পেয়েছে। আমরা নারী ঘটিত অপরাধের মোকাবিলায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রতিটি থানায় ২৪অ৭ মহিলা হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। আমি নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহ করি। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এখন মহিলা থানা খোলা হয়েছে। যার সংখ্যা ৯টি।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো জানান, যানজট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। আমরা দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাতে চাই। একটি শূন্য দুর্ঘটনা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য ১৬টি ব্ল্যাক স্পট এবং ৮৪টি দুর্ঘটনাপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় ইন্টারসেপ্টর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৮.৮২% হ্রাস রেকর্ড করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুও ২০২৫ সালে ১৩% হ্রাস পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান যে রাজ্য সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। একদিনে কিছু করা যায় না। বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি বেড়েছে এনডিপিএস মামলা। গাঁজা ধ্বংসের অভিযানের সংখ্যাও বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালে এনডিপিএস মামলা প্রায় ১১.০৬% বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে গাঁজা বাজেয়াপ্ত ১৪.৪%, কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত ১৪৬৫.৭৩% এবং ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত ২৬.৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা গাঁজা ধ্বংস করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। আমরা কীভাবে গাঁজা ধ্বংস বৃদ্ধি করতে আরও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি সেবিষয়ে আমি ডিজিপি এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করছি। এই বছর গাঁজা গাছ ধ্বংসের পরিমাণ ৯৪.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় ৯২.৭০% বাজেয়াপ্ত এবং ধ্বংস হয়েছে, যার বাজার মূল্য ১, ৬৪১.৮৯ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় ত্রিপুরা পুলিশ প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন হিসেবে কাজ করছে। ২০২৫ সালে, প্রায় ৫৭৬ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং ১০২ জন সহায়তাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা সাইবার থানাকে আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছি। একে শক্তিশালী করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, ত্রিপুরা পুলিশ ৪৬টি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। পুলিশও জনহিতকর কাজের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছে। মোট ৯৫৩ জন কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৩১৮ জন মহিলা এবং ৬৩৫ জন পুরুষ। আরও ৯১৬ জন পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং রাজ্য সরকার ২১৮ জন সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগের অনুমতি দিয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজিৎ

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, অভিযুক্তরা জেল হেফাজতে থাকাকালীন মামলার সাক্ষীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। বিষয়টি আদালতের নজরে আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। আইনজীবীর কথায়, খুব শীঘ্রই এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আমরা আশাবাদী। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আইনগতভাবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

নারী নির্যাতনের ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, তাঁদের উদ্দেশ্য মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আলাদা করে কর্মসূচি করা ছিল না; তাঁরা নির্ধারিত দলীয় কর্মসূচিতে যাচ্ছিলেন। পুলিশি বাধার জেরেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে

● প্রথম পাতার পর ফাজিল থিওলজির ইংরেজি পরীক্ষায় ২৬,০১১ জন পরীক্ষার্থী নথিভুক্ত ছিল। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ২৫,৭২২ জন পরীক্ষার্থী। অনুপস্থিতির সংখ্যা মোট ২৮৯ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৮.৮৯। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। আগামীকাল মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা আলিমে ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা হবে।

জনগণের প্রতি

● প্রথম পাতার পর

অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরও দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন।

কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সংসদীয় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যসভার উপ-চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এছাড়াও থাকবেন রাজ্যসভা ও লোকসভার সাংসদ, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়ক, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র প্রতিনিধি, পুর নিগম ও পুরসভার সদস্য সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিগণ। জনপ্রতিনিধিদের জনগণের প্রতি আরও সংবেদনশীল, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতেই এই বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

জনগণের গভীর সমবেদনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিরীহ মানুষের হত্যাকে কোনও কারণেই ন্যায্যতা দেওয়া যায় না। সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। ভারতও দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসের যন্ত্রণা সহ্য করেছে। এই কঠিন সময়ে এবং তার পরেও ভারত দৃঢ়ভাবে ইসরায়েলের পাশে থাকবে।

ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন, গাজা শান্তি উদ্যোগ, যা রাষ্ট্রপুঞ্জ সুরক্ষা পরিষদ সমর্থন করেছে, তা শান্তির পথে একটি সম্ভাব্য দিশা দেখায়। ভারতের মতে, এই উদ্যোগ অঞ্চলের সব মানুষের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির আশা জাগায় এবং এর মধ্যে প্যালেস্টাইন প্রশ্নের সমাধানের দিকটিও রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি আবার ইসরায়েলে ফিরে এসে আনন্দিত এবং ১৪০ কোটির বেশি ভারতীয়ের শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের বার্তা সঙ্গে এনেছেন। তিনি হলোকাস্টকে মানব ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, সেই কঠিন সময়ে মানবিকতার নজিরও দেখা গিয়েছিল। গুজরাটের নওয়ানগরের মহারাজা পোল্যান্ডের বহু শিশু, যার মধ্যে ইহুদি শিশুরাও ছিল, তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

মোদী বলেন, ভারতে ইহুদি সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরে ভয় বা বৈষম্য ছাড়াই বসবাস করেছে এবং সমাজে পূর্ণভাবে অংশ নিয়েছে।

এর আগে সংসদে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানান সদস্যরা। কক্ষ জুড়ে করতালির পাশাপাশি "মোদী, মোদী" ধ্বনিও শোনা যায়।

অধ্যক্ষ আমির ওহানা হিন্দিতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, জেরুজালেমে আপনাকে স্বাগত, নেসেটে আপনাকে স্বাগত এবং তাঁকে আমাদের সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্রনায়ক বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জেরুজালেম সফরকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও গভীর করার বার্তা দেন।

এর আগে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ইজরায়েলে পৌঁছানোর পর বেন গুরিওন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেতানিয়াহুর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় দুই নেতার মধ্যে।

ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দফতর প্রকাশিত এক ভিডিওতে নেতানিয়াহুকে বলতে শোনা যায়, এটি প্রকৃত বন্ধুত্বের বন্ধন। মহান বন্ধু, আমার মহান বন্ধু। বিমানবন্দরে উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে দুই নেতা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান।

বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে মোদি লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে অসাধারণ বৈঠক হল। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। নয় বছর পর আবার ইজরায়েলে এসে আনন্দিত। প্রযুক্তি, জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ট্যালেন্ট পার্টনারশিপসহ নানা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

নেতানিয়াহুও সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আমার স্ত্রী সারা এবং আমি আমাদের প্রিয় বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানিয়েছি। ২০১৭ সালে তিনি ইজরায়েল সফর করেছিলেন, পরে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব দুই দেশের গভীর সম্পর্কের প্রতিফলন।

তিনি জানান, কেনেসেটে সংবর্ধনা, জেরুজালেমে উদ্ভাবনমূলক অনুষ্ঠান, যৌথ নৈশভোজ এবং ইয়াদ ভাসেম স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে। পাশাপাশি অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি সই হবে বলে জানান নেতানিয়াহু।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বিমানবন্দরে নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রীর অভ্যর্থনায় তিনি সম্মানিত বোধ করছেন এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ভারত-ইজরায়েল বন্ধুত্ব আরও মজবুত হবে বলে আশাবাদী।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদির শেষ ইজরায়েল সফর ছিল ২০১৭ সালে, যা প্রতিরক্ষা, কৃষি ও জল ব্যবস্থাপনায় দুই দেশের সহযোগিতায় নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল। তখনও নেতানিয়াহু বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এনসিইআরটি'র অষ্টম

● প্রথম পাতার পর

বিচারব্যবস্থার সামনে থাকা নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে "বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি", মামলার জট, বিচারকের স্বল্পতা, জটিল আইনি প্রক্রিয়া এবং পরিকাঠামোর অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন সংস্করণে আনুমানিক পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে প্রায় ৮১ হাজার মামলা, হাইকোর্টগুলিতে প্রায় ৬২.৪ লক্ষ মামলা এবং জেলা ও অধস্তন আদালতগুলিতে প্রায় ৪.৭ কোটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

এছাড়া বিচারকদের আচরণবিধি, অভিযোগ জানানোর প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি এবং সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভ্যান্স রেড্রেস অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম-এর উল্লেখও রয়েছে বইটিতে।

প্রসঙ্গত, এনসিইআরটি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ে ব্যাপক সংশোধন করছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সংশোধিত বইয়ে ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এবং দেশভাগের প্রসঙ্গও নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাধারণ এক কন্যার গল্প

ত্রিপুরা রাজ্যের 1st State Game এ আমাদের মেয়ে লন টেনিসে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলো। মেয়েদের বিভাগে দ্বিতীয় হয় সে। মেডেলটা বেশ গোলগাল,সার্টিফিকেটটা গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার হলো, সার্টিফিকেটে আমাদের দেশের পদ্মশ্রী কন্যা দীপা কর্মকারের সাক্ষর রয়েছে! হিয়ার জন্য এই জীবনে এর চাইতে বড়ো কিছু পাওয়া কঠিন হবে বৈকি।

মেয়েদের বিভাগে অংশগ্রহণ হয় কম।সাফল্য আহামরি কিছু নয়।মেয়ে খেলা পছন্দ করলেও পরিশ্রমী নয়। পড়াশোনাতেও যত্ন সাধারণ। তবুও,এই ডোনাল্ড ট্রাম্প,সুন্দর পিচাই বা কলম্বিয়ার মৃত এল মেঞ্চো"র পৃথিবীতে খুব সাধারণ আর পরিপাটি জীবনের প্রত্যাশা করাটাই বোধহয় যথেষ্ট। একটু আদর সোহাগ, একটু মান অভিমান,একটু খরচ আর কখনো কখনো সীমাহীন ঝগড়াঝাটির সংসারে একটা সিলভার মেডেলও অনেক !

ভালো থাকাই যখন অস্বাভাবিক,সুস্থতা যে সমাজে লুপ্তপ্রায়,সেখানে খেলার মাঠের সজীবতা এবং ষাট, পঞ্চান্ন, পয়ত্রিশ, কুড়ি বা বছর ১৫/১৬দের সান্নিধ্য আর দল বেঁধে থাকাই যথেষ্ট বলে মনে হয়। নম্বর কম পেয়েও যদি সমাজে লিডারশীপ কোয়ালিটি থাকে, সামাজিক হওয়ার চেষ্টা থাকে বা পরিশ্রমের বিনিময়ে আনন্দ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে খারাপ কি ? সংশ্লিষ্টদের রইলো অনেক ধন্যবাদ। মাঠের খেলা যাতে বেঁচে থাকে।

এই বড়ো আয়োজনের খেলা শুরু করার জন্য ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনকে রইলো শুভেচ্ছা।

সাধারণ এক কন্যাকে ধন্যবাদ জানাই,যে আরও সাধারণ বাপ-মায়ের গলায় মেডেল ঝুলিয়েছে...

আশীর্বাদ রাখবেন।
২৪/০২/২০২৬,
কনক চৌধুরী,
মালঞ্চনিবাস,
ত্রিপুরা।

অনূর্ধ ২৩ কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ ২৩ কর্নেল সি-কে নাইডু ট্রফি এলিট-এর সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামী ১ থেকে ৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। রায়পুরে প্রথম সেমিফাইনালে ছত্তিশগড় খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। পুনেতে অপর সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্র ও মুম্বাই পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের চারটি ম্যাচই অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছিল। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু, দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কর্নাটকের বিরুদ্ধে মুম্বাই, তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ছত্তিশগড় প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সুপার এইটে ঠিক কত রানের ব্যবধানে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে জিততে হবে সূর্যদের ?

মুম্বই: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৬ রানের ব্যবধানে হেরে নেট রান রেটে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সুপার এইটে নিজেদের গ্রুপে এই মুহূর্তে তিন নম্বর স্থানে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। সেই মাচে বড় ব্যবধানে জেতাই শুধু নয়, ঠিক কত রানের ববধানে জিততে হবে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে?

এক নম্ব গ্রুপে ভারত হারের পর তাদের নেট রান রেট হয়ে গিয়েছে -৩.৮০০। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিতে গ্রুপে শীর্ষে উঠে এসেছে। তাঁদের রান রেট এই মুহূর্তে ৫.৩৫০ ও অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার এখন রান রেট ৩.৮০০। এই পরিস্থিতিতে সেমিতে জায়গা করতে হলে ভারতকে আর একটিও ভুল করলে হবে না। পরপর দুটো মাচে জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শুধু জিতলেই হবে না। নেট রান রেটও একটা বড় ইস্যু হতে পারে। তাই যদি তিনটি দলই ৪ পয়েন্টে গিয়ে শেষ করে সুপার এইটের মহারণ, তাহলে কী হবে? অঙ্ক বলছে ভারতকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শুধু জিতলেই হবে না, অন্ততপক্ষে ১০০ বা তার বেশি রানের ব্যবধানে জিততে হবে। ঠিক এমনই বড় ব্যবধানে জয় ওয়েস্ট ইন্ডজের বিরুদ্ধে ভারতকে তাদের জায়গা আরও মজবুত করে দেবে। যদি ভারত জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নামে সেক্ষেত্রেও দ্রুত সেই রান তুলতে হবে। যদি ১০১ রানের টার্গেট হয়, তাহলে ৭.১ ওভারে সেই রান তাড়া করে জিততে হবে। ১২১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নামলে ৮.৪ ওভারে সেই রান তুলতে হবে ভারতকে। ১৪১ রান তাড়া করতে নামলে ১০ ওভারে তা তুলতে হবে। ১৬১ রান প্রয়োজন হলে ১১.৩ ওভারে তা তুলতে হবে। ১৮১ রান প্রয়োজন হলে ১২.৫ ওভারে তা তুলতে হবে ভারতকে।

এদিকে, চেন্নাইয়ে মাঠে নামার আগে সূর্যকুমারদের হুঁশিয়ারি দিলেন সিকান্দার রাজা। জিম্বাবোয়ের ক্যাপ্টেন জানিয়েছেন, """ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেম ম্যাচে আমাদের ফল একেবারেই আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু আমরা যখনই মাঠে নেমেছি, তখনই জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছি। নিজেদের সেরাটা মাঠে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সম্মান আদায় করে নেওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য। ভারত ও জিম্বাবোয়ে দুটো দলই সুপার এইটে তাঁদের প্রথম মাচে হেরেছে। আমরাও এই হার থেকে শিক্ষা নিয়েছি। চেন্নাইয়ে সেই ভুল শুধরেই মাঠে নামব। নিজেদের পারফরমান্স আরও ভাল করার চেষ্টা করব।""

ভারতকে ছোট ছোট লড়াইয়ে হারাতে হবে! সূর্যদের শক্তিকেই দুর্বলতা বানাতে চায় জিম্বাবোয়ে, বিশেষ পরিকল্পনা সিকন্দরদের

দু'দলই সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচ হেরেছে। ফলে সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে ভারত ও জিম্বাবোয়ে দু'দলেরই লক্ষ্য জয়। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে মুখোমুখি দুই দল। সেই ম্যাচে নামার আগে বিশেষ পরিকল্পনা করছে জিম্বাবোয়ে। ভারতের শক্তিকেই তাদের দুর্বলতা বানাতে তৈরি সিকন্দর রাজারা।

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে জিম্বাবোয়ের কোচ জাস্টিন স্যামন্স জানিয়েছেন, তাঁরা একসঙ্গে গোটা ম্যাচের কথা ভাবছেন না। ভাবছেন ছোট ছোট লড়াইয়ের কথা। স্যামন্স বলেন, "একটা ম্যাচের মধ্যে অনেক ছোট ছোট ম্যাচ হয়। ব্যক্তিগত অনেকগুলো লড়াই চলে। বৃহস্পতিবারও হবে। সেগুলো আমাদের জিততে হবে। তা হলেই ম্যাচের রাশ আমাদের হাতে চলে আসবে।"

জিম্বাবোয়ে জানে, তাদের বিরুদ্ধে ভারত আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলবে। সেটাই ভারতের শক্তি। সেই শক্তিকে দুর্বলতা বানাতে চায় তারা। স্যামন্স বলেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো ভারতও আমাদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলবে। ওরা চুপ করে থাকবে না। জানি আমাদের উপর চাপ থাকবে। কিন্তু তার মাঝেও আমরা ঠান্ডা মাথায় খেলার চেষ্টা করব। আক্রমণাত্মক খেলার একটা ঝুঁকি থাকে। সেটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। ওদের ছন্দ নষ্ট করার চেষ্টা করব।" চেন্নাইয়ের বড় মাঠ তাঁদের সাহায্য করবে বলেই জানিয়েছেন স্যামন্স। সিকন্দরদের কোচের মতে, "মুম্বইয়ের থেকে চেন্নাইয়ের মাঠ আকারে বড়। ফলে ছক্কা মারা সহজ হবে না। আমাদের বোলারেরা কিছুটা ছাড় পাবে।"

তবে পাশাপাশি তাঁদের বুদ্ধি করে খেলতে হবে বলেও মনে করেন তিনি। স্যামন্স বলেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজ আমাদের ধরে ফেলেছিল। সেটা করলে চলবে না। বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে। সেই পরিকল্পনা আমাদের তৈরি।"

চলতি বিশ্বকাপে ভারতকে ভুগিয়েছে তাদের ব্যাটিং। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভেঙে পড়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ব্যাটিং আক্রমণ। ফলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও চাপে থাকবেন অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মারা। সেই চাপ কাজে লাগাতে চাইছে জিম্বাবোয়ে। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কার পর আরও একটি বড় দলকে হারানোর পরিকল্পনা করছে তারা।

জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে হঠাৎ বাড়ি চলে গেলেন রিঙ্কু! কী হল ভারতীয় দলের ফিনিশারের

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সুপার এইটের প্রথম ম্যাচ হেরে চাপে সূর্যকুমার যাদবেরা। বৃহস্পতিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে। সেই ম্যাচেও সম্ভবত খেলবেন না রিঙ্কু সিংহ। মঙ্গলবার হঠাৎ বাড়ি ফিরে গিয়েছেন রিঙ্কু।

পারিবারিক জরুরি কারণে বাড়ি ফিরে গেলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটার। ভারতীয় দল সূত্রে খবর, গুরুতর অসুস্থ রিঙ্কুর বাবা খানচন্দ সিংহ। গ্রেটার নয়ডার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। ভেন্টিলেটরে রেখে চিকিৎসা চলছে তাঁর। খবর পাওয়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীরের অনুমতি নিয়ে বাবাকে দেখতে গিয়েছেন রিঙ্কু। মঙ্গলবার সকালেই দলের হোটেল ছাড়েন তিনি। উল্লেখ্য, সোমবার দলের সঙ্গে চেন্নাইয়ে পৌঁছোন রিঙ্কু।

বাড়ি যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুশীলন করেননি রিঙ্কু। মনে করা হচ্ছে, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারবেন না। ফিনিশারকে ছাড়াই প্রথম একাদশ বেছে নিতে হবে গম্ভীরকে।

জাতীয় মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ দিল্লি-অন্ধ্র, ছত্তিশগড়-রেলওয়েজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যে দিল্লির কাছে ৩৬ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরা হেরেছিল, সেই দিল্লি দল আগামীকাল সেমিফাইনাল ম্যাচে খেলবে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে। একইভাবে টিম রেলওয়েজ সেমিফাইনাল ম্যাচে আগামীকাল খেলতে নামবে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। এই রেলওয়েজ টিমের কাছেও ত্রিপুরা দল নয় উইকেটে পরাজিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোহালিতে আইএস বিন্দ্রা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে দিল্লি ও অন্ধ্র পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মোহালিতে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে দিল্লি ৫৬ রানের ব্যবধানে মহারাষ্ট্র কে পরাজিত করে এবং রোপার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অন্ধ্র চার উইকেটের ব্যবধানে রাজস্থানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। রোপার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) অপর সেমিফাইনালে ছত্তিশগড় ও রেলওয়েজ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে রেলওয়েজ ১৮ রানের ব্যবধানে কর্ণাটককে এবং ছত্তিশগড় ছয় উইকেট এর ব্যবধানে মুম্বাইকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সাব্রুমে আগামীকাল থেকে পূর্ণেন্দু স্মৃতি ক্লাব ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। মাঝে আর একদিন। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সাব্রুম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে যাচ্ছে পূর্ণেন্দু দত্ত স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এবারকার আসরে মোট ১২টি ক্লাব লীগ কাম নকআউট টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। প্রথমেই তিনটি গ্রুপ করে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আয়োজক এসসিএ থেকে প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে হরিণা প্লে সেন্টার ও ক্লাব অঙ্গন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৭ মার্চ পর্যন্ত গ্রুপ লীগ পর্যায়ের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরু হবে। গ্রুপ লীগের খেলা শেষে সেরা ছয়টি দলকে নিয়ে ১৯ মার্চ থেকে ছয় এপ্রিল পর্যন্ত সুপার সিক্সের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। সেরা চারটি দলকে নিয়ে নকআউট পর্যায়ে সেমিফাইনাল দুটি ম্যাচ হবে ৮ ও ৯ এপ্রিল। পরিশেষে ১১ এপ্রিল স্থির রয়েছে ফাইনাল ম্যাচের। সাব্রুম দ্বাদশ স্কুল মাঠে এবং কলেজ স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে আয়োজকদের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী ক্লাব দলগুলির মধ্যেও প্রস্তুতিপর্ব এখন তুঙ্গে।

রঞ্জি ফাইনাল: জম্মু-কাশ্মীরের দাপট ৫২৭ রানের পাহাড় গড়ল পুন্ডির-ডোগরারা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, হুবলি।। রঞ্জি ট্রফির মহারণে কর্ণাটকের ঘরের মাঠে একাধিপত্য বজায় রাখল জম্মু-কাশ্মীর। প্রথম দিনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দ্বিতীয় দিনের শেষে সফরকারী দল প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট হারিয়ে ৫২৭ রানের এক বিশাল স্কোর খাড়া করেছে। তবে বড় রানের দিনেও অধিনায়ক পারস ডোগরার একটি "বিতর্কিত" আচরণ মাঠের উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। আগের দিনের ২ উইকেটে ২৮৪ রান নিয়ে খেলা শুরু করে জম্মু-কাশ্মীর। সেঞ্চুরি করা শুভম পুন্ডির আজ ১২১ রানে আউট হলেও মিডল অর্ডার পুরোপুরি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। আবদুল সামাদ ৬১ রানের আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলে কর্ণাটকের পেসারদের দিশেহারা করে দেন। এরপর অভিজ্ঞ পারস ডোগরা (৭০) এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটার কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান (৭০) একটি দুর্দান্ত পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন।

দিনের শেষে সাহিল লোত্রা (৫৭*) এবং আবিদ মুশতাক (২০*) ক্রিজে অপরাজিত রয়েছেন। কর্ণাটকের পক্ষে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ৩টি উইকেট নিলেও বাকি বোলাররা খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। খেলার মাঝপথে জম্মু-কাশ্মীর অধিনায়ক পারস ডোগরা মেজাজ হারিয়ে কর্ণাটকের বদলি ফিল্ডার কেভি অনিশকে "হেডবাট" বা মাথা দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ ওঠে। সিলি পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা অনিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে ডোগরা এই কাণ্ড ঘটান। মাঠের আম্পায়ার এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন। তবে এই ঘটনার জন্য ডোগরাকে ম্যাচ ফির বড় অংশ জরিমানা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

দ্বিতীয় দিনের খেলা খারাপ আলোর কারণে কিছুটা আগেই শেষ করে দিতে হয়। বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে ম্যাচ দাঁড়িয়ে আছে, তাতে কর্ণাটককে ট্রফি জিততে হলে অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করতে হবে। প্রথম ইনিংসের লিড পাওয়াই এখন মায়াঙ্ক আগরওয়ালদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

একনজরে স্কোরকার্ড (দ্বিতীয় দিন শেষে):
জম্মু-কাশ্মীর (প্রথম ইনিংস): ৫২৭/৬ (শুভম ১২১, ডোগরা ৭০, কানহাইয়া ৭০, প্রসিদ্ধ ৩/৯০)

মরণ-বাঁচন ম্যাচে বড় বদলের ইঙ্গিত ভারতীয় দলে কোপ পড়তে চলেছে বাঁ হাতি ব্যাটারের উপর

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারতেই সমালোচনার তীর ধেয়ে এসেছে ভারতের ক্রিকেটারদের দিকে। ব্যাটারদের ব্যর্থতা, বোলারদের প্রভাব ফেলতে না পারা, সব দিক থেকেই সমালোচিত হচ্ছে দল। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সুপার এইটের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ভারতের ব্যাটিং অর্ডারে বড় বদলের ইঙ্গিত দিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। বৃহস্পতিবার প্রথম একাদশে হয়তো সঞ্জু স্যামসনকে দেখা যেতে পারে। আরও কিছু বদল হলেও অবাক হওয়ার নেই।

শুরুতেই তিন বাঁ হাতি থাকায় বিপক্ষ দলগুলি অফস্পিনারকে এনে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। গত তিনটি ম্যাচে একই জিনিস দেখা গিয়েছে। প্রথম ওভারেই উইকেট হারিয়েছে ভারত। এর সমাধান খুঁজতে মরিয়া দল।

কোটাক বলেছেন, "দলে বদল হতে পারে। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। দু'জন বাঁ হাতি ওপেনার রয়েছে দলে। তিনে যে ব্যাট করতে নামে সে-ও বাঁ হাতি। তাই বিপক্ষ অফস্পিনারদের দিয়ে চাপ তৈরি করছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় না কোনও সমস্যা রয়েছে। কিন্তু টানা তিনটে ম্যাচে কোনও দল উইকেট হারালে সেটা নিয়ে ভাবতেই হয়। তাই আমরাও ভাবছি এবং দেখছি সব কিছু কোন দিকে এগোয়। আসলে আমরা কখনওই এত আগে থেকে দল তৈরি করি না। এত আগে পরিকল্পনা বলার জায়গাও আসেনি। তবে আলোচনা হয়েছে এটা ঠিক।" ঈশান কিশন বাদে প্রথম তিনের বাকি দুই ব্যাটারই ব্যর্থ। অভিষেকের অবদান চার ম্যাচে ১৫ রান। তিলক রান পেলেও এত ধীরে খেলছেন যে, দল সমস্যায় পড়ছে। সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে চাইলেন না কোটাক।

ব্যাটিং কোচ বলেছেন, "দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ওরা ভালই খেলছিল। আগের ম্যাচটার পরেই চিন্তা শুরু হয়েছে। কারণ গত দেড় বছরে আমরা ধারাবাহিক ভাবে প্রতি ম্যাচে ১৫০-র বেশি রান তুলেছি। কে কত বার ব্যর্থ হয়েছে সেই হিসাব রাখতে চাই না। তাতে সেই ব্যাটারের উপর বাড়তি চাপ দেওয়া হবে। গত দু'বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ খেলেছি আগের ম্যাচে। তবে আমার মনে হয় এটা নিয়ে বেশি না ভেবে সামনের দিকে তাকানো উচিত।"

কোটাক আরও বলেছেন, "এই বিশ্বকাপে আমাদের ওপেনারেরা সে ভাবে খেলতে পারেনি। ঈশান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলেছে ঠিকই, কিন্তু দু'-তিনটে ম্যাচে অভিষেক খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তাতে ঠিক আছে। খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই। আমি তো সামনের দিকে তাকাচ্ছি। প্রস্তুতি নিচ্ছি, নিজেদের মধ্যে কথা বলছি এবং বিপক্ষ ওদের দিকে কেমন বল করতে পারে তার পরিকল্পনা করছি। ওরা অফস্পিন করবেই। তাতে চিন্তার কিছু নেই। পরিকল্পনা থাকাই আসল।"

সমালোচনা হচ্ছে কোটাককে নিয়েও। ব্যাটারেরা ব্যর্থ হলেও ব্যাটিং কোচ হিসাবে তাঁর ভূমিকা কী, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কোটাক অবশ্য বলেছেন, "আমাদের মধ্যে কৌশলগত আলোচনা হয়। পরামর্শ দেওয়া আমাদের কোচ। গৌতম অনেকের সঙ্গে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথা বলে। একটা জিনিস জানতে হবে, ক্রিকেটারেরা মাঠে খেলার সময় বাইরে থেকে দেখা খুব সহজ। আমরা খেয়াল রাখি কোন ব্যাটার কী করতে পারে। সেটা খাতায় লিখে রাখি এবং পরে তা নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলি। এই আলোচনাগুলো হয় অনুশীলনের সময়। কোথাও একটা বসে কথাবার্তা বললেই হয় না।" কোটাক মনে করেন, বিশ্বকাপ জিততে গেলে চাপ নেওয়া জানতেই হবে। তাঁর কথায়, "ভারতে বিশ্বকাপ হচ্ছে। তাই চাপ এবং প্রচুর প্রত্যাশা থাকবেই। আমি বিশ্বাস করি, যে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচেই থাকে। বিশেষ করে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার চাপ মারাত্মক। তবে একটা ম্যাচ হেরেছি বলেই চাপের প্রসঙ্গ তোলার অর্থ নেই। দলে যারা রয়েছে তারা চাপ নিতে জানে। বিশ্বকাপ জিততে গেলে চাপ নিতেই হবে।"

ভারত যে আগ্রাসনের রাস্তা থেকে সরে আসবে না এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কোটাক। বলেছেন, "আমরা একই ঘরানার ক্রিকেট খেলব। আমাদের ইতিবাচক থাকতে হবে এবং যে ঘরানার ক্রিকেট সাফল্য দিয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এ ভাবেই আমরা খেলি। তবে পিচ আলাদা হলে তার সঙ্গে মানিয়েও নিতে হবে। যেমনটা কলম্বোয় করেছি।"

রঞ্জি ফাইনালে অশান্তি! মাঠেই কর্নাটকের ফিল্ডারকে জম্মু-কাশ্মীর অধিনায়কের ঢুঁসো, সামলাতে হিমশিম আম্পায়ার

প্রথম দিন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু রঞ্জি ট্রফির ফাইনালের দ্বিতীয় দিন অশান্তি হল। মাঠেই কর্নাটকের ক্রিকেটারকে ঢুঁসো মারলেন জম্মু-কাশ্মীরের অধিনায়ক পারস ডোগরা। পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হল আম্পায়ারদের। শুধু প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারকে ঢুঁসো মারা নয়, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, লোকেশ রাহুলদের সঙ্গে বচসাতেও জড়ালেন পারস।

হুবলির মাঠে ঘটনাটি ঘটে জম্মু-কাশ্মীরের ইনিংসের ১০১তম ওভারে। সতীর্থ কানহাইয়া ওয়াধাওয়ানের সঙ্গে ব্যাট করছিলেন পারস। বল করছিলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। তাঁর একটি বল খেলার পরেই দেখা যায় ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিং করা কেভি অনীশের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন পারস। তাঁদের মধ্যে কিছু কথা হয়। তার পরেই দেখা যায়, অনীশকে ঢুঁসো মারেন পারস। তবে দুই ক্রিকেটারই হেলমেট পরে থাকায় মাথায় চোট লাগেনি। পরে বোঝা যায়, পারসকে স্লেজ করায় মেজাজ হারান জম্মু-কাশ্মীরের অধিনায়ক। আচমকা এই ঘটনায় অবাক হয়ে যান অনীশ। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আসেন মায়াঙ্ক। তিনি পারসকে প্রশ্ন করেন, কেন ঢুঁসো মারলেন তিনি। তাতে পারস আরও কিছু বলেন। ঘটনাস্থলে এ বার আসেন রাহুল। তাঁর সঙ্গেও বচসায় জড়ান পারস। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি সামলাতে আসেন আম্পায়ারেরা। তাঁরা কথা বলেন পারসের সঙ্গে। কিছু ক্ষণ পর দেখা যায়, হাতের ইশারায় অনীশের কাছে ক্ষমা চাইছেন পারস। কিন্তু তা মানতে চাননি অনীশ। তিনি বার বার হাতের ইশারায় দেখান, ঢুঁসো মেরে ভাল করেননি পারস।

তার পরে দেখা যায়, কর্নাটকের অধিনায়ক দেবদত্ত পড়িক্কলের সঙ্গে দুই আম্পায়ার কথা বলছেন। তাঁরা তাঁকে পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেন। এই ঘটনার ফলে কিছু ক্ষণ পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকে। পারসের কাজে খুশি হননি জম্মু-কাশ্মীরের প্রধান কোচ অনিল শর্মাও। ডাগ আউটে তাঁকে দেখে বোঝা যায়, বিরক্ত হয়েছেন। হাতের ইশারায় পারসদের খেলার দিকে মন দেওয়ার নির্দেশ দেন অনিল।

পরের ওভারে আবার একটি বচসা ঘটতে পারত। রান নেওয়ার সময় কর্নাটকের পেসার বিজয়কুমার বৈশাখের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ওয়াধাওয়ানের। দুই ক্রিকেটার আবার সামনাসামনি চলে আসেন। তবে কিছু বলার আগেই সেখানে চলে আসেন আম্পায়ারেরা। দুই ক্রিকেটারকে সরিয়ে নিয়ে যান তাঁরা।মাঠে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও জম্মু-কাশ্মীরের ব্যাটিংয়ে তার প্রভাব পড়েনি। দ্বিতীয় দিন চা বিরতিতে তাদের রান ৬ উইকেটে ৪৭৮। শুভম পুন্ডিরের ১২১ রানের পাশাপাশি রান করেছেন ইয়াওয়ের হাসান (৮৮), আব্দুল সামাদ (৬১) ও ওয়াধাওয়ান (৭০)। অধিনায়ক পারসও ৭০ রান করে আউট হন। কর্নাটকের বোলারদের মধ্যে সফল কৃষ্ণ। ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

২০০৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে এ ভাবেই ইটালির মার্কো মাতেরাজ্জিকে ঢুঁসো মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন ফ্রান্সের জিনেদিন জিদান। মাথা গরম করার খেসারত দিতে হয়েছিল তাঁকে। টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইটালি। ক্রিকেটে অবশ্য লাল কার্ড নেই। তাই হয়তো এখন বেঁচে গেলেন পারস। কিন্তু খেলা শেষে নিজেদের রিপোর্টে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করবেন আম্পায়ারেরা। ফলে এই ঘটনার জেরে শাস্তি পেতে পারেন পারস।

ভেন্টিলেশনে রিঙ্কুর বাবা, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে কি ফিরবেন ভারতীয় ক্রিকেটার? জানিয়ে দিলেন ব্যাটিং কোচ

চলতি বিশ্বকাপে কি আর খেলতে দেখা যাবে রিঙ্কু সিংহকে? পরিবারের কঠিন সময়ে কি সকলকে ছেড়ে মাঠে ফিরতে পারবেন রিঙ্কু? বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের সুপার এইটে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। তার আগে পারিবারিক কারণে দল ছেড়ে বাড়ি গিয়েছেন তিনি। তবে জানা গিয়েছে, জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে আবার দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটার।

বুধবার চিপকে সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রিঙ্কু কবে ফিরবেন? জবাবে কোটাক বলেন, "আজ সন্ধ্যায় ফিরছে রিঙ্কু। ওর বাবা ভাল নেই। তাই ও গিয়েছিল। কিন্তু যত দূর জানি, আজই দলের সঙ্গে ও যোগ দেবে।" কোটাকের কথা থেকে পরিষ্কার, বাবাকে দেখেই আবার বিশ্বকাপ খেলতে ফিরবেন রিঙ্কু।

জিম্বাবোয়ে ম্যাচ খেলতে দলের সঙ্গে চেন্নাইয়ে গিয়েছিলেন রিঙ্কু। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ দল ছেড়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। ভারতীয় দল সূত্রে খবর, গুরুতর অসুস্থ রিঙ্কুর বাবা খানচন্দ সিংহ। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। গ্রেটার নয়ডার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। ভেন্টিলেটরে রেখে চিকিৎসা চলছে তাঁর।

খবর পাওয়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীরের অনুমতি নিয়ে বাবাকে দেখতে যান রিঙ্কু।

বাড়ি যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুশীলন করেননি রিঙ্কু। মনে করা হয়েছিল, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না তিনি। কিন্তু এখন কোটাক জানিয়েছে, বুধবারই ফিরছেন তিনি। সন্ধ্যায় অনুশীলনও করতে পারেন। ফলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিনি যে খেলবেন না, তার নিশ্চয়তা নেই।

চলতি বিশ্বকাপে একেবারেই ফর্মে নেই রিঙ্কু। পাঁচটি ম্যাচই খেলেছেন তিনি। রান করেছেন মাত্র ২৪। তবে ফিল্ডিংয়ে নজর কেড়েছেন রিঙ্কু। বেশ কয়েকটি কঠিন ক্যাচ ধরেছেন। চার বাঁচিয়েছেন। প্রতিযোগিতার এই পর্যায়ে এসে দলে কতটা বদল করতে চান গম্ভীর, সেই প্রশ্নও উঠছে। ফলে ফিনিশারের ভূমিকায় আরও এক বার দেখা যেতে পারে রিঙ্কুকে। পাশাপাশি গম্ভীরের ভরসার ক্রিকেটার তিনি। পরিবারের কঠিন সময়েও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে ফিরে সেই ভরসারই দাম দিয়েছেন রিঙ্কু।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1
25-02-2026, 23:38

কুমারঘাটে বিকশিত ভারত সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশন

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, পিআইবি।। আজ ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে অবস্থিত পিএম শ্রী সৈদাবাড়ি এসবি স্কুলে বিকশিত ভারত - স্বচ্ছতা হি সেবা, এক পেড় মা কে নাম এবং নেশামুক্ত ভারত অভিযানের উপর একটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশন (সিবিসি) এর কৈলাশহর ফিল্ড অফিস।

স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়, যা একটি স্বচ্ছ ও সবুজ ভারত গঠনের প্রতি সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতীক। কুমারঘাট আরডি ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী কানু মালাকারের নেতৃত্বে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই উদ্যোগটি পরিবেশগত স্থায়িত্ব, পরিবেশগত সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্বকে উৎসাহিত করার জন্য আয়োজন করা হয়েছে।

সেমিনারে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী মানবেন্দ্র দাস, সমাজের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা-পরিচ্ছন্নতাকে দৈনন্দিন অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এক পেড় মা কে নাম উদ্যোগের কথা তুলে ধরে, তিনি নাগরিকদের তাদের মায়েদের সম্মানে একটি করে গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ত্রিপুরার প্রায় ৪৩ লক্ষ জনসংখ্যার প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ লাগায়, তাহলে তা বায়ুর গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, জলসম্পদ সংরক্ষণ করবে, দূষণ কমাবে এবং রাজ্যজুড়ে জীববৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করবে।

নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ক্রমবর্ধমান সমস্যা মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন এবং মাদকমুক্ত সমাজের জন্য ছাত্রছাত্রী এবং সমাজের সকলকে তাদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য স্মৃতি বালা মালাকার; জিটি শ্রীমতী সঙ্গীতা নাথ; এবং পিএম শ্রী সৈদাবাড়ি এসবি স্কুলের শিক্ষক শ্রী অনুপম মজুমদার।

অনুষ্ঠানে একটি স্বচ্ছতা-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ, সেমিনার, উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা এবং একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, এই অনুষ্ঠানে উৎসাহীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে এবং স্বচ্ছতা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং মাদকমুক্ত জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যা বিকশিত ভারতের অধীনে একটি উন্নত ও দায়িত্বশীল ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করছে।

শাসক জোটের দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের দরবারে সাংবাদিকরা

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের শাসক জোটের দুই বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল ও রঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ স্তরের তদন্তের দাবিতে সাংবাদিকরা ডেপুটেশন দিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু'র কাছে। বুধবার বিকালে আগরতলায় 'লোকভবনে' রাজ্যপালের সঙ্গে সাংবাদিকরা সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর হাতে লিখিত ভাবে তুলে দিয়েছেন দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে থাকা নানান অসামাজিক কার্যকলাপের তথ্য। উপস্থিত ২১ জন সাংবাদিকের প্রতিনিধির সঙ্গে রাজ্যপাল অলোচনায় মিলিত হন। ডেপুটেশন কালে উপস্থিত সাংবাদিকরা সাম্প্রতিক কালে শাসক জোটের দুই বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল ও রঞ্জিত দেববর্মার বিভিন্ন অসাংবিধানিক কার্যকলাপের বিষয়ে রাজ্যপালকে অবগত করেন। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ডেপুটেশন প্রদানকারী সাংবাদিকদের সমস্ত কথা মনযোগ সহকারে শুনেছেন। এবং তিনি এই সমস্ত ঘটনার একটা বিহিত করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

কৈলাসহরে সীমান্ত সংলগ্ন রাবার বাগানে অগ্নিসংযোগ, উত্তেজনা

কৈলাসহর, ২৫ ফেব্রুয়ারি: গতকাল রাতে মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এক বিজেপি নেতার রাবার বাগানে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি-র নেতা সন্দীপ কুর্মীর প্রায় একশো কানি জমিতে বিস্তীর্ণ রাবার বাগানে গতকাল গভীর রাতে আগুন লাগানো হয়। সন্দীপ কুর্মী বর্তমানে কৈলাসহর বিজেপির চন্ডীপুর মন্ডলের সক্রিয় সদস্য এবং চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান।

সন্দীপ কুর্মীর দাবি, বাংলাদেশের দুষ্কৃতকারীরাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে। তার কথায়, রাবার বাগানের পাশেই আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। সীমান্তের দুই পাশে ঘন জঙ্গল থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই দুষ্কৃতকারীরা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের ঘটনা কিছুটা কমে আসায় নিজেদের সুবিধার্থে প্রথমে সীমান্তের দুই পাশের জঙ্গলে আগুন লাগানো হয় এবং পরে তার রাবার বাগানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে, কেবলমাত্র বিএসএফ জওয়ানদের টহল থাকে। তাই এই অগ্নিসংযোগ সীমান্ত পেরিয়ে আসা দুষ্কৃতকারীরাই ঘটিয়েছে বলে তার দাবি।

আগুন লাগার খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

প্রায় দশ হাজার রাবার গাছ নিয়ে বিস্তৃত এই বাগানে অগ্নিকাণ্ডের জেরে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন সন্দীপ কুর্মী। তিনি জানান, বুধবার বিকেলে কৈলাসহর থানা-য় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। এদিকে সীমান্ত সংলগ্ন এত বড় এলাকায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্তে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে সীমান্তবাসীদের।

বটতলায় আগরতলা পুর নিগমের অভিযান, নির্দেশ অমান্যকারীদের ঠেলাগাড়ি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: শহরের বটতলা এলাকায় গতকাল রাতে অভিযান চালাল আগরতলা পুর নিগম। পুর নিগমের নির্দেশ অমান্য করে রাস্তার পাশ থেকে ঠেলাগাড়ি ও চারচাকার ভ্যান সরিয়ে না নেওয়ায় বেশ কয়েকটি যান বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, বটতলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দু'পাশে ঠেলাগাড়ি ও অস্থায়ী দোকান বসানোর ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছিল। এ বিষয়ে একাধিকবার সতর্কবার্তা দেওয়া হলেও অনেকেই নির্দেশ মানেননি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন রাতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকান পরিচালনা করতে পারবেন। তবে নির্ধারিত সময়ের পর রাস্তার পাশে রাখা ঠেলাগাড়ি বা চারচাকার ভ্যান সরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় পুর নিগম সেগুলি তুলে নিয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে পুর নিগমের তরফে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছে, যাতে ব্যবসায়ীরা আগাম সতর্ক থাকেন। প্রশাসনের দাবি, শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ ও পথচারীদের সুবিধার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সিপাহিজলার এডিএমের কাছে বিএমএসের ডেপুটেশন, ১১ দফা দাবিপত্র পেশ

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য দাবি ও স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ১১ দফা দাবিসনদ নিয়ে বুধবার দুপুরে বিএমএস-এর সিপাহিজলা জেলা কমিটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্তের কাছে এক প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন প্রদান করে। প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে দাবিগুলি প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের আবেদন জানায়।

ডেপুটেশন চলাকালীন সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা সহ-সভাপতি সজল দেবনাথ বলেন, অবিলম্বে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। বর্তমান মজুরি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের বোনাস প্রদান, ইপিএফের আওতায় ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক ৭,৫০০ টাকা করা, সকল স্কিম কর্মীদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং শিল্পে পাঁচ দিন কর্মসপ্তাহ চালুএই দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করতে হবে।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান,

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে বেকার যুবকযুবতীদের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: উদয়পুরে আজ একটি আধুনিক ফিসিকালচার সেন্টারের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ফিসিকালচার সেন্টারটির উদ্বোধন করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে রাজ্যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন-হচ্ছে। রাজ্যের বৃহৎ অংশের মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, উদয়পুর মহকুমা সহ গোমতী জেলাতে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যকে মৎস্যচাষে স্বনির্ভর করে তুলতে আগামী দিনে গোমতী জেলা মুখ্যভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে বেকার যুবকযুবতীদের জন্য রোজগারের সুযোগ-সৃষ্টি হয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকার একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও যোজনা চালু করেছে। পাশাপাশি, অমরসাগরকোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও ৪০ এর সৌন্দর্যায়নের জন্য-তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি বলেন, নতুন ফিসিকালচার সেন্টারের উদ্বোধনের মাধ্যমে গোমতী জেলার মৎস্যচাষীদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। এই আধুনিক পরিকাঠামোর ফলে জেলার মৎস্যচাষীরা সরাসরি উপকৃত হবেন। মৎস্যমন্ত্রী জানান, পরিকল্পিতভাবে রাজ্য সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছে। এই ফিসিকালচার সেন্টার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, যা মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাছ উৎপাদন হয় গোমতী জেলাতেই। এই সাফল্যের জন্য জেলার সকল মৎস্যচাষীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, মৎস্যচাষে উৎসাহ দিতে মৎস্য সহায়তা যোজনায় মৎস্যচাষীদের বছরে ৬,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, ২৩৯ কানি জলাশয়ে নতুন করে মাছ চাষ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন শীতল চন্দ্র মজুমদার, মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, অধিকার্তা সন্তোষ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলা মৎস্য উপঅধিকার্তা কৃষ-ণহরি ত্রিপুরা।

বিএমএস পশ্চিম জেলার কমিটির উদ্যোগে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: বিএমএস-এর ২১তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে ওড়িশাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবিতে আজ ২৫ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে "প্রতিবাদ দিবস" পালন করা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা বিএমএস-এর পক্ষ থেকে জেলাশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে আজ।

স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা বারবার সরকারের কাছে উত্থাপন করা হলেও সেগুলির যথাযথ সমাধান আজও হয়নি। বিশেষ করে মিড-ডে মিল কর্মী, আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা দশকের পর দশক অত্যন্ত স্বল্প সম্মানী পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রায় পাঁচ দশক ধরে পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এখনও 'স্কিম ওয়ার্কার' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং কাজের পরিধি বাড়লেও সম্মানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের অনীহা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যে ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন (এনটিসি)-র মিলগুলির শ্রমিকরা মহামারির পর থেকে মাত্র ৫০ শতাংশ মজুরি পাচ্ছেন এবং কয়েক মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ। রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (এইচইসি)-সহ একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীরাও দীর্ঘদিন বেতনবঞ্চিত। ইপিএস-৯৫-এর আওতায় ন্যূনতম পেনশন মাসে এক হাজার টাকায় স্থির থাকায় লক্ষাধিক পেনশনভোগী চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। ব্যাংকিং ক্ষেত্রেও পাঁচ দিন কর্মসপ্তাহ চালুর দাবিতে কর্মীদের আন্দোলনের কথাও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিএমএস জেলা ইউনিটের উত্থাপিত মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, অবিলম্বে ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স আহ্বান এবং ত্রিপাক্ষিক কমিটিগুলির পুনর্গঠন ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে পাঁচ দিন কর্মসপ্তাহ চালু করা। সকল স্কিম কর্মীদের মাসিক সম্মানী বৃদ্ধি।এনটিসি, এইচইসি, আইটিআই, এইচএমটি প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বকেয়া মজুরি দ্রুত পরিশোধ। ইপিএস-৯৫-এর ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,৫০০ টাকা করা এবং মহার্ঘ ভাতা প্রদান। ইএসআই ও ইপিএফ-এর আওতা বাড়াতে যোগ্যতার সীমা বৃদ্ধি। বোনাস আইনের আওতায় বেতনসীমা বর্তমান মজুরি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ানো। সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৬ ও ২১ অনুচ্ছেদের নীতির আলোকে স্কিম ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়মিতকরণ। সাধারণ নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে স্থায়ী ও নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

সূর্য ঘর প্রকল্পে ৮ মেগাওয়াট ছাড়াল সৌর উৎপাদন, বিদ্যুৎ ভোক্তার বাড়িই হয়ে উঠছে শক্তি কেন্দ্র

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সূর্য ঘর কর্মসূচি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ৮ মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা রাজ্যের শক্তি খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতির কারণে প্রচলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ওপর চাপ বাড়লেও, বাড়ির ছাদ, উঠোন কিংবা টিনের চালে বসানো সৌর প্যানেল এখন বিকল্প শক্তির নির্ভরযোগ্য উৎস হয়ে উঠছে।ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানান, রাজ্যের মোট ২,৩৫০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক ইতিমধ্যে নিজেদের বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন করে প্রায় ৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন। এর মধ্যে আগরতলা শহরের ১ নম্বর সার্কেলেই সর্বাধিক ১,৩৮৯ জন গ্রাহক যুক্ত হয়েছেন। এছাড়া পশ্চিম জেলার ২ নম্বর সার্কেলে ১৪০ জন, গোমতিতে ১৮০ জন, দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া সার্কেলে ১৯০ জন, সিপাহীজলায় ১৪৫ জন, উত্তর জেলার ধর্মনগরে ৭২ জন, ধলাইয়ে ৬৮ জন, খোয়াইয়ে ৭৮ জন এবং ঊনকোটিতে ৮৮ জন গ্রাহক এই উদ্যোগে শামিল হয়েছেন। তিনি জানান, মোট ২,০৫৩ জন গ্রাহক ইতিমধ্যে সরকারি ভর্তুকি পেয়েছেন, যার পরিমাণ ১৭ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। অনেক পরিবার তাদের বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিডে বিক্রি করে বাড়তি আয় করছেন। গড় হিসাবে ১ কিলোওয়াটের একটি সৌর প্ল্যান্ট মাসে প্রায় ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, যা একটি সাধারণ পরিবারের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। বিশ্বজিৎ বসু আরও জানান, ২০২৭ সালের মধ্যে ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে এবং তা পূরণে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তকরণ চলছে। পাশাপাশি আগরতলায় নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ের নিচতলায় একটি কন্টোলরুম খোলা হয়েছে, যেখানে প্রতিদিন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ও সরাসরি নিবন্ধনের সুবিধা মিলছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিজেদের ছাদকে শক্তির উৎসে পরিণত করে সরকারি ভর্তুকির সুবিধা নেওয়া উচিত। অনলাইনে সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে সহজেই আবেদন করা যায় এবং অনুমোদনের পর তালিকাভুক্ত সংস্থার মাধ্যমে স্থাপন, নেট মিটার সংযোগ ও যাচাই সম্পন্ন হলে ভর্তুকির অর্থ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়। রাজ্যের শক্তি উৎপাদনে এই সাফল্য এক নীরব পরিবর্তনের সূচনা করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ নিগমের আশা, ভবিষ্যতে আরও বেশি মানুষ এই উদ্যোগে যুক্ত হলে প্রতিটি বাড়িই ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং রাজ্য শক্তিতে আরও স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

গণতান্ত্রিক কণ্ঠরোধের অভিযোগে কৈলাসহরে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

কৈলাসহর, ২৫ ফেব্রুয়ারি: যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিব-এর গ্রেপ্তার, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-কে প্রাণনাশের হুমকি এবং সংসদে বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে না দেওয়ার অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল জেলা ও ব্লক যুব কংগ্রেস। আজ কৈলাসহর শহরে সংগঠনের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।মিছিলটি জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় জেলা কংগ্রেস ভবনে এসে শেষ হয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন এবং উদয় ভানু চিবের অবিলম্বে মুক্তির দাবি তোলেন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান বলেন, যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির গ্রেপ্তার গণতান্ত্রিক কণ্ঠরোধের সামিল। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং সংসদে বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য অশুভ সংকেত। তিনি আরও দাবি করেন, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে এবং ভোটার তালিকা প্রণয়নের নামে নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করছে।তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে মতপ্রকাশের অধিকার সংকুচিত করার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই যুব কংগ্রেস দেশব্যাপী আন্দোলনে নেমেছে। উদয় ভানু চিবের গ্রেপ্তার করে এই আন্দোলন থামানো যাবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য, যুব কংগ্রেস নেতা জুবের আহমেদ খান, শাহজাহান মিয়া তারেক সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। যুব কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে এবং উদয় ভানু চিবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

তিনটি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে উদয়পুরে পর্যালোচনা সভা করলেন মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

পাশাপাশি তপশিলিজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে সময়মতো তাদের স্টাইপেন্ড পান তাও দপ্তরের আধিকারিকদের সুনিশ্চিত করতে হবে। আজ গোমতী জেলা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন।

গোমতী জেলা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে আজ গোমতী জেলা ভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ও বিকাশ এবং তফসিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সভায় মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং তফসিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিকগণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় মৎস্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা কৃষ্ণ হরি-ত্রিপুরা জানান, গোমতী জেলায় মাছ চাষের জন্য মোট ৫৮৫২ হেক্টর জলাভূমি রয়েছে এবং জেলায় মোট মৎস্যচাষীর সংখ্যা ২৯,৪১৭ জন। তিনি আরও জানান, ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষে গোমতী জেলায় মোট ১৬,২৬৬ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছে। মৎস্যচাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জেলায় ৪টি নলেজ সেন্টার রয়েছে। এছাড়াও জেলায় মোট ২৩টি হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় ২টি অর্নামেন্টাল ফিশ হ্যাচারি চালু রয়েছে। মৎস্য সহায়ক যোজনার অধীনে গোমতী জেলায় সুবিধাভোগী মৎস্যচাষীদের ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপবিল্প দেববর্মা জানান অধিকর্তা ডা-, উদয়পুরে ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি হাসপাতালের নতুন ভবন সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, গোমতী জেলায় বর্তমানে ১ লক্ষ ১ হাজার ২৮৪টি গাভি, ৭৮৬টি ভেড়া, ৬৬৮টি মহিষ, ৫২,৭০৪টি ছাগল, ৩০,০৩৪টি শুকর, ১ লক্ষ ৭৮,৯২৭টি হাঁস এবং প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার পাখি রয়েছে। জেলায় বর্তমানে ২টি ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ৯টি ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি এবং একটি ডিস্ট্রিক্ট পোল্ট্রি ফার্ম চালু রয়েছে। চলমান বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভায় তপশিলি জাতি উন্নয়ন দপ্তরের কাজকর্ম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাঘের, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডাচঞ্চল,এন, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে এবং জেলার তিনটি মহকুমার মহকুমা শাসকগণ।

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- বিজনেস মিট ২০২৬ শীর্ষক বিনিয়োগকারীদের রোড শো নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর গতকাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি -এর সহযোগিতায় ফেডারেশন হাউস, নয়াদিল্লিতে "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- বিজনেস মিট ২০২৬" শীর্ষক বিনিয়োগকারীদের রোড শো সফলভাবে আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারক এবং কূটনৈতিক মহলের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এই রোড শোটি চলতি বছরের শেষের দিকে আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬"-এর পূর্বসূচনা হিসেবে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার ক্রমবিকাশমান শিল্প পরিকাঠামো, চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। রাজ্য সরকার ও শিল্প প্রতিনিধিদের মধ্যে অর্থবহ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা ত্রিপুরাকে একটি উদীয়মান বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে।

ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিনিয়োগের বহুমুখী সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং রাজ্যে "এ্যাসে অফ ডুইনিং বিসনেস" পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করতে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। রাজ্য সরকারের ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন নীতি উদ্যোগ, খাতভিত্তিক প্রণোদনা এবং বিনিয়োগ সহায়তা ব্যবস্থার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে পরিষেবা খাতভিত্তিক শিল্প এবং বিনিয়োগবান্ধব নীতির ওপর সরকারের বিশেষ গুরুত্বের কথা তুলে ধরে ব্যবসায়ী মহলকে দক্ষ মানবসম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার সহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

তিনি রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সুযোগের কথাও উল্লেখ করেন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পরিচালক ড. দীপক কুমার ত্রিপুরার বিপুল সম্ভাবনার ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

জিন্দাল অ্যাডভাইজরি সার্ভিসের ভাইস চেয়ারম্যান ভি. আর. শর্মা ত্রিপুরায় বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জানান যে, তাঁর সংস্থা ইতিমধ্যে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ২,০০০ কোটিরও বেশি টাকার সমঝোতা স্মারক এবং লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধ্যায় একটি বিশেষ "অ্যাম্বাসেডর ও হাইকমিশনার ইন্টারঅ্যাক্টিভ মিট" অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কূটনৈতিক মহল এবং দ্বিপাক্ষিক চেম্বার ও বাণিজ্য সংস্থার ঊর্ধতন প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী দেশ ও সংস্থার মধ্যে ছিল বুলগেরিয়া, লুক্সেমবার্গ, অস্ট্রিয়া, ইতালি, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর ও নাইজেরিয়ার দূতাবাসের প্রতিনিধি, পাশাপাশি ইউ.এস.-ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল, ইন্দো-জাপান চেম্বার অব কমার্স, ইন্দো-ভিয়েতনাম চেম্বার অব কমার্স এবং ইন্দো-স্প্যানিশ চেম্বার অব কমার্স। আলোচনায় ত্রিপুরার সঙ্গে বহুমুখী ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আগ্রহ প্রতিফলিত হয়। কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও চেম্বারসমূহ কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণ, বাঁশ ও রাবার মূল্যশৃঙ্খল, তথ্যপ্রযুক্তি ও ডেটা সেন্টার, সাইবার সিকিউরিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কৃষি, নবায়নযোগ্য শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, পর্যটন (ইকো, ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক ও আঞ্চলিক পর্যটন), এম.এস.এম.ই. অংশীদারিত্ব, স্টার্টআপ, দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ সহযোগিতার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। একাধিক প্রতিনিধিদল প্রাতিষ্ঠানিক সমঝোতা, প্রযুক্তি স্থানান্তর, একাডেমিক সহযোগিতা এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধি বিনিময়ের প্রস্তাব দেন এবং ত্রিপুরাকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

এই পারস্পরিক আলোচনাগুলি ত্রিপুরার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ এবং বৈশ্বিক সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দৃঢ় আস্থার প্রতিফলন ঘটায়। আলোচনা মূলত আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার, বাণিজ্যিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং ত্রিপুরার সঙ্গে নতুন বিনিয়োগ ও সহযোগিতার সুযোগ অনুসন্ধানের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল।

যান দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ফের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে রানীরবাজার রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বুধবার স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর যায় যে উক্ত এলাকায় এক ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এখনও পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। কীভাবে তিনি গুরুতর জখম হলেন, সে বিষয়েও নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কোনো ভারী যানবাহন ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas